কৃতান্তের বঙ্গদর্শন।

(নাটক)

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত।

প্রথম অভিনয় রজনী—বৃহস্পতিবার, ১০ই পৌষ (বড়দিন)

সন ১৩৩১ সাল।

প্রথম সংস্করণ।

পৌষ—সন ১৩৩১ সাল।

মূল্য ৷৹ আট আনা।

প্রকাশক—

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

২৪নং চোরবাগান সেকেণ্ড লেন,
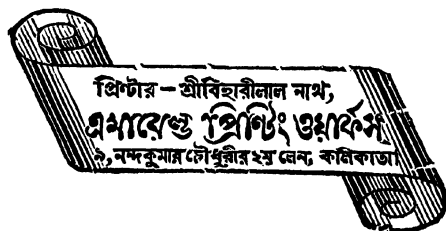
কলিকাতা।

পূজনীয় অগ্রজতুল্য—পরমাত্মীয়—

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—

করকমলেষু—

৩৪।২নং বিডন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

ভাই নগেন,—

যে আন্তরিক স্নেহভালবাসা তোমার নিকট আমি এতকাল পাইয়া আসিতেছি, তাহার কণামাত্র প্রতিদান দিবার সামর্থ্য আমার নাই। শুধু কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমার এই ক্ষুদ্র নাটক "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন"—তোমার করে আনন্দের সহিত অর্পণ করিলাম। আশা করি, তুমি ইহা সাদরে গ্রহণ করিবে।

ইতি—

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী

"ভূপেন"।

"কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটকে প্রথম অভিনয়-রজনীতে

অভিনয়-সংক্রান্ত ব্যক্তিগণ :—

প্রোপ্রাইটার	...	শ্রীযুত উপেন্দ্রকুমার মিত্র বি, এ।
রিহার্শ্যাল্-মাষ্টার	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
অপেরা-মাষ্টার	...	শ্রীভূতনাথ দাস।
নৃত্য-শিক্ষক	...	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় (কড়িবাবু)।
বংশী-বাদক	...	শ্রীলালবিহারী ঘোষ।
হারমোনিয়ম-বাদক	...	এস, সি, পাল (বিদ্যাভূষণ)।
ষ্টেজ্-ম্যানেজার	...	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটল বাবু)।
সঙ্গতকার	...	শ্রীনুটবিহারী মিত্র।
স্মারক	...	শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ।
ধর্ম্মরাজের ভূমিকায়	...	শ্রীকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
মহাবীরের "	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)।
চিত্রগুপ্তের "	...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে।
অশ্বত্থামার "	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দে।
বিভীষণের "	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
কৃপাচার্য্যের "	...	শ্রীরামকালী বন্দ্যোপাধ্যায়।
কামের "	...	শ্রীমতী আশমান্‌তারা।
দুর্ভিক্ষের "	...	শ্রীসাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।
ঝড়ের "	...	শ্রীচিন্তামণি ভট্টাচার্য্য।
অতিবৃষ্টির "	...	শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
জমীদারের "	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়।
জমীদার-পুত্রের "	...	শ্রীকুমারকৃষ্ণ মিত্র।

নায়েবের ভূমিকায়	...	শ্রীননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
গোমস্তার "	...	শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।
বঙ্গমাতার "	...	শ্রীমতী শশিমুখী।
রতির ও জমীদার-পুত্রবধূর "	...	শ্রীমতী নবতারা।
বিলাসের "	...	শ্রীমতী তারকদাসী।
ব্যসনের "		শ্রীমতী ননীবালা ("বড়")।
জুয়ার "	...	শ্রীমতী শশিমুখী।
অনাবৃষ্টির ও সুরার "	...	শ্রীমতী হেমনলিনী।
বন্যার "	...	শ্রীমতী নবতারা।
ভূমিকম্পের, অলক্ষ্মীর ও জমীদার-পত্নীর "	...	শ্রীমতী প্রমীলাবালা।
কলেরার "	...	শ্রীমতী শরৎকুমারী।
ম্যালেরিয়ার "	...	শ্রীমতী চারুবালা (মটর)।
সুখোর মা'র "	...	শ্রীমতী প্রকাশমণি।

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

ধর্ম্মরাজ।
চিত্রগুপ্ত।
মহাবীর।
বিভীষণ।
অশ্বত্থামা।
কৃপাচার্য্য।
কাম।
দুর্ভিক্ষ।
ঝড়।
অতিবৃষ্টি।
জমীদার।
জমীদার-পুত্র।
নায়েব।
গোমস্তা।
যমদূতগণ।
কৃষকগণ।
ভৃত্যগণ।
ভিখারী।
ভিখারী-পুত্রগণ।
প্রজাগণ।
বঙ্গসন্তানগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

বঙ্গমাতা।
রতি।
সুরা।
বিলাস।
ব্যসন।
জুয়া।
অলক্ষ্মী।
অনাবৃষ্টি।
বন্যা।
ভূমিকম্প।
জমীদার-পত্নী।
জমীদার-পুত্রবধূ।
কৃষক-পত্নীগণ।
দাসীগণ।
ভিখারিণী।
ভিখারিণী-কন্যাগণ।
ম্যালেরিয়া।
কলেরা।
সুখোর মা ইত্যাদি।

ভূমিকা।

বৎসর দুই পূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়—আমার দ্বারা (কিস্তিবন্দিতে একটী-দুটী করিয়া দৃশ্য লিখাইয়া) একখানি সামাজিক পঞ্চাঙ্ক নাটক শেষ করাইয়া লন। নাটকখানির নাম "বাঙ্গালী"। লেখা সম্পূর্ণ হইয়া গেলে—জোড়াতাড়া দিয়া যখন দেখা গেল,—সেটী রঙ্গমঞ্চের প্রায় তিন রাত্রির খোরাক,—তখন গ্রন্থকার ও প্রোপ্রাইটার মহাশয়—উভয়েরই চক্ষু স্থির। আমি হাল্ ছাড়িয়া দিয়াছিলাম,—কিন্তু মিত্র মহাশয় কিছুতেই "ভড়কাইবার" লোক নহেন,—তাহা নাট্যজগতে সকলেই বিশেষ রকম জানেন। বহু পরিশ্রম করিয়া তিনি সেই নাটক হইতে—অম্লানবদনে তিনখানি নাটক বাহির করিয়া লইয়াছেন। তাহারই একখানি এই "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন।" অবশ্য—ইহা বলাই বাহুল্য,—অদলবদল—"বাড়ানো ও কমানো" অল্প বিস্তর আমাকে করিতেই হইয়াছে,—কিন্তু নাটক লিখিয়াছি আমি,—আর দস্তুরমত মাথা খেলাইয়াছেন নাট্যকলাবিদ্ মিত্র মহাশয়।

এই "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটকখানি অভিনয়োপযোগী করিতে অনেকগুলি সুহৃদ্ suggestion এবং পরামর্শপ্রদানে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে দুইজনের নাম উল্লেখ করিলাম; একজন—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক-প্রবর শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় এবং অন্যজন—নাট্যরসজ্ঞ উচ্চশিক্ষিত যুবক শ্রীমান্ শিশিরকুমার রায় এম-এ। ইঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ভূমিকায় আর একটী কথা আমাকে বলিতেই হইবে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সহিত আমি প্রায় ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ সংশ্লিষ্ট। মিনার্ভার এই দুর্দ্দিনে—হাঁদুবাবু, কুঞ্জবাবু, কার্ত্তিকবাবু প্রভৃতি এই দলের সমগ্র অভিনেতৃবর্গের ন্যায় কর্ম্মক্ষম, উদ্যোগী, অক্লান্তপরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী আমি কখনো দেখি নাই—এবং কোন রঙ্গালয়ে আছে বলিয়া শুনি নাই।

এই "কৃতান্তের বঙ্গদর্শন" নাটকখানির জন্য নৃত্যকলাবিশারদ শ্রীযুত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়,—নাট্যজগতের সুপ্রসিদ্ধ অপেরা-মাষ্টার শ্রীযুত ভূতনাথ দাস মহাশয়গণ যদি প্রাণ ঢালিয়া পরিশ্রম না করিতেন,—এবং নূতনত্ব দেখাইবার জন্য যৎপরোনাস্তি মস্তিষ্ক চালনা না করিতেন,—তাহা হইলে আজ "কৃতান্তের বঙ্গদর্শনের" কোনও কদর হইত না। ইঁহাদের উভয়ের নিকট আমি যথেষ্ট ঋণী।

আর প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করি তোমায়—পটলবাবু (পরেশচন্দ্র বসু—ষ্টেজ্ ম্যানেজার)! তুমি "কৃতান্তের বঙ্গদর্শনে"—দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি যে সকল দৃশ্য দেখাইয়া তোমার শিল্পের পরিচয় দিয়াছ—তাহা যথার্থই অপূর্ব্ব! জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! তুমি দীর্ঘজীবী হও, তোমার শিল্পবিদ্যায় আরও উন্নতিলাভ হোক্,—আমি কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।

ইতি—

গ্রন্থকার।

কৃতান্তের বঙ্গদর্শন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বঙ্গদেশ—প্রান্তভাগ।

(বটবৃক্ষশাখার উপরে মহাবীর আসীন)

সিদ্ধিদেবীগণের গীত।

মিছে কেন ভেবে মর ?
(মোরা) কিসে আছি বুঝে ধর।
বিনা সাধনায়, মোদের কে পায়,
অলসতাদোষ পরিহর॥
উদ্যোগী যে পুরুষসিংহ আমরা তা'রই তরে,
(যে) কর্ম্মনিষ্ঠ মনে বলিষ্ঠ, শ্রমে না শিহরে ;—
(যে) নয় পরমুখাপেক্ষী, তা'র গৃহে বাঁধা লক্ষ্মী,
(যার) কার্য্যবিফলে ধৈর্য্য না যায়,—
হৃদয়ে আছে অধ্যবসায়,—
(সেই) মোদের কামনা কর॥

[সিদ্ধিদেবীগণের প্রস্থান]

মহাবীর। স'রে পড় না বাবা—কেন ঝামেলা বাড়াও? বেটারা যেন ছিনে জোঁক! আরে ম'ল,—এখানে—এ বাংলাদেশে কি ক'র্ত্তে ঘুরে মচ্ছিস্ বল্ দিকি? ও সব সিদ্ধি ফিদ্ধির এদেশের লোক বড় তোয়াক্কা করে না! বেশী চালাকি কর,—বেটে খেয়েই মেরে দেবে! আর তাই বা কই? ভাল ভাল আফিং হয়, ফাইল্ ফাইল্ কোকেন্ হয়,—দু'দশ বোতল পরের পয়সায় হুইস্কি ব্র্যাণ্ডি হয়,—বাঙ্গালীর কাছে তা হ'লে দেখ্‌তে শুন্‌তে হয় না। দিব্যি আফিংএর মৌজ ক'রে গাছের ডালে নির্ঝঞ্ঝাটে চক্ষু বুঁজে বসে আছি বাবা, এ সময় তাওয়া দিয়ে এক ক'ল্‌কে তামাক—আর একটা সট্‌কা হয়,—একটু ত্রেতাযুগের স্বপ্নটা দেখা যায়। দে রামজী—দেলায় দেও এক ছিলিম তামাক! তামাক দেরে—ওরে কে আছিস্—এক ছিলিম তামাক দেরে! তামাক—তামাক! অম্বুরী—ভ্যাল্‌সা—মিঠেকড়া,—গয়া—বিষ্ণুপুর—আনারপুর,—কুছ্ পরোয়া নেই—নিদেন দা-কাটা,—দেও রামজী এক ছিলিম—তা—মা—ক।

[চক্ষু মুদিয়া গাছে ঠেস দিয়া রহিল]

(ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। গুপ্ত!

চিত্র। আজ্ঞে ধর্ম্মরাজ—

ধর্ম্ম। মার্‌বো!

চিত্র। আজ্ঞে—মরে যাবো।

ধর্ম্ম। না—না—তোকে নয়রে ব্যাটা—তোকে নয়,—এদের—

চিত্র। মারুন—এখুনি—এখুনি—

ধর্ম্ম। কা'দের বল্ দিকি ?

চিত্র। আজ্ঞে এই এদের—এই গাছপালা ধূলো মাটী দুর্ব্বোঘাস—ইঁট্ পাট্কেল—

ধর্ম্ম। তোর গুষ্ঠীর পিণ্ডি—পাজী নচ্ছার! বুঝ্তে যদি না পারিস্—কথা কোস্ কেন ?

চিত্র। আজ্ঞে দয়াময়—কথাতো আমি কইতে একদম্ নারাজ! আপনি যে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বের ক'রে ন্যান্!

ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের কা'কেও রাখ্বো না,—সব মার্ব্বো! এ ভারতে এসে যা দেখ্লুম—এদের কা'কেও আর বাঁচিয়ে না রাখাই ভাল! এঁ্যা—কি কাণ্ড কারখানা ? ধর্ম্ম এদেশে একেবারে নেই ? কি সর্ব্বনাশ! অধর্ম্মের এখানে এত জোর—এত তেজ—এত দর্প ?

চিত্র। (ইসারায় উত্তর প্রদান)

ধর্ম্ম। মর্ আঁট্কুড়ীর বেটা—উত্তুর দে'না!

চিত্র। আজ্ঞে—এইবার দিচ্ছি! হুকুম না দিলে তো কথা কইতে পারি না! আজ্ঞে—ভারতে এসে অধর্ম্মটা দেখ্লেন কোথায় ? সবই তো ধর্ম্ম!

ধর্ম্ম। বলিস্ কিরে ব্যাটা গুপ্তু ? এখানে সব ধর্ম্ম তুই দেখ্লি কোথায় ?

চিত্র। আপনি অধর্ম্মটা দেখ্ছেন কোথায় ?

ধর্ম্ম। ক্ষুধার্ত্ত হয়ে খেতে চাইলুম—কেউ খেতে দিলে না!

চিত্র। সেইটাই তো এখানে প্রধান ধর্ম্ম! ক্ষুধার্ত্তকে খেতে তো চারযুগ দিয়ে আস্ছে! সেটাতো মামুলী ধর্ম্ম! সে ধর্ম্ম কি আর এখন চলে ?

ধর্ম্ম। সরল সত্য কথায় কেউ বিশ্বাস করেনা ?

চিত্র। সেইটাই তো হ'ল পাকা বুদ্ধিমানের কাজ !

ধর্ম্ম। সত্য কথা কেউ কইতে চায়না ?

চিত্র। উন্নতি কর্ব্বার তো সেটা মহাঅস্ত্র।

ধর্ম্ম। বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়ালেই ছুরি দেয় ?

চিত্র। ঐখানেই তো আসল বীরধর্ম্ম !

ধর্ম্ম। জুচ্চুরী দাগাবাজি ঠকামি ব্যভিচার অনাচার—

চিত্র। এই তো হ'ল সদ্‌গুণ—এই জন্যেই তো এরা জগতে এত গুণবান—গুণনিধি ব'লে পরিচিত !

ধর্ম্ম। হীনতা, কাপুরুষতা,—এতো দেখ্‌ছি এখানে একচেটে—

চিত্র। আরও একটু নিয়ে যাই চলুন—আরও মজা দেখাচ্ছি !

ধর্ম্ম। নাঃ—আর না ! এইখান থেকেই ইতি ! তুই চট্‌ করে কিছু খাবার দাবার জোগাড় করে নিয়ে আয়। খেয়ে দেয়ে একটু জিরিয়ে এখানকার দফা রফা করে চলে যাই !

চিত্র। ওই তো প্রভু—গাছে তুলে মই কেড়ে নিচ্ছেন ! যমপুরি থেকে কষ্ট করে এতটা এসে আসল জ্যায়গাটা না বেড়িয়ে চলে যেতে চাইছেন ?

ধর্ম্ম। আর কোন্ চুলোয় যাব বল্ ? শেষে কি আমার হাত পা খোঁড়া করে আমাকে জখম ক'র্ব্বি রে ব্যাটা ? আর এখানে কোন্ চুলো দেখ্‌বার আছে ?

চিত্র। আজ্ঞে—বাংলা দেশ। সে একটা চুলোই বটে ! অহরহঃ সেখানে আগুন জল্‌ছে !

ধর্ম্ম। বাংলাদেশ—বাংলাদেশ ? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক্ বলেছিস্—ঠিক্

বলেছিস্—সেটা একটা দেখ্‌বার জিনিষই বটে! তা—হ্যাঁরে গুপ্তু! সে দেশটা কি এখনও আছে নাকি?

চিত্র। বিলক্ষণ! বাংলাদেশ নেই কি রকম? এই তো তা'র ধারে এসে পড়েছি!

ধর্ম্ম। বলিস্ কিরে? সেই সেবারে দেবসভায় সব দেবতা মিলে স্থির করা হ'ল যে, সবার আগে বাংলা দেশটা ধ্বংস ক'র্ত্তেই হবে! সেই জন্যে ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ—এদের সব সৃষ্টি ক'রে এখানে পাঠালুম,—এত দিনেও কি তা'রা কোন কাজ করে উঠ্‌তে পারেনি? বেটারা শুধু শুধু মাইনে খাচ্চে?

চিত্র। কাজ অনেকটা এগিয়ে এনেছে বটে! তবে এখনও কিছু বাকি আছে!

ধর্ম্ম। বাংলায় বাঙ্গালীরা আছে?

চিত্র। কতক আছে। দশ আনা কাবার হয়েছে,—বাকী ছ আনা যা' আছে—তা সে না থাকার সামিল!

ধর্ম্ম। কি রকম?

চিত্র। না খেতে পেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে,—পরের চাক্‌রী করে, দেশের চাদ্দিকে পাট বুনে—পাটগাছ পচিয়ে,—আপ্‌না আপ্‌নির ভেতোর ঝগড়াবিবাদ, মারামারি কাটাকাটি ক'রে, জাতটা যাবার দাখিলেই পড়েছে! দিন কতক ঘুরে ফিরে দেখে আসি চলুন না।

ধর্ম্ম। মার্ব্বো—এদের আগেই মার্ব্বো—এখুনি মার্ব্বো! আর যাবার দরকার নেই। তুই ডাক্—আমার সেনাপতিদের ডাক্—ডাক্ বল্‌ছি—ডাক্—

চিত্র। চেঁচাবেন না—চেঁচাবেন না—এখানে পুলিশের বড় কড়াক্কড়ি,

বেশী চেঁচামিচি ক'ল্লে এখুনি স্বদেশী ডাকাত ব'লে ধ'রে নিয়ে যাবে!

ধর্ম্ম। ফুলিস্ কি?

চিত্র। যমপুরে যেমন আপ্‌নি—এখানে তেমনি পুলিশ! বদ্‌মায়েসের ভালমানুষের—সবাকারই যম!

ধর্ম্ম। ওরে বাবা,—তবে সরে পড়ি চল্! বাবা গুপ্ত—

চিত্র। ভয় পাবেন না—আমি সব সাম্‌লে নোবো! আপনি স্থির হোন্, আমি আপনার জন্যে কিছু খাবার দাবার কিনে আন্‌ছি! আর দেখুন—আপনার আমার এ পোষাক এখানে চল্‌বে না! দুটো বাঙ্গালীর পোষাক, খদ্দরের পোষাক কিনে আন্‌ছি, গোটা কতক টাকা দিন দিকি!

ধর্ম্ম। চাকা কি হবে?

চিত্র। চাকা নয়—টাকা—টাকা,—ঐ চাকারই ভায়রা ভাই—

ধর্ম্ম। টাকা? সে আবার কি রে বাবা?

চিত্র। এঁ্যা—ধর্ম্মরাজ হ'য়ে টাকা কি জানেন না? এত লোক পৃথিবী থেকে আপনার কাছে যাচ্ছে,—তাদের শাস্তি দিচ্ছেন,—নরকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'চ্ছেন, তাদের পাপের বিচার ক'চ্ছেন,—আর টাকা কি আজও জানলে্ন না?

ধর্ম্ম। মর্ ব্যাটা—যমের বাড়ী কি টাকা যাচ্ছে নাকি?

চিত্র। নাঃ—ঐটী কেবল যমের বাড়ী যায়না। মানুষ এখানে টাকার জন্যে এত কাণ্ড করে,—এত পাপ—এত মহাপাতক—এত খুনোখুনি—এত বেইমানি—এত রাহাজানি ক'রে—চামারের অধম হ'য়ে সুদের সুদ তস্য সুদ নিয়ে গরীব দেনদারের গলায় ছুরি দিয়ে টাকা জমায়,—কিন্তু যমের বাড়ী যাবার

সময়—সে গুলো এখানে সব ফেলে রেখে যেতে হয়,—তা'র ধূলোগুড়ো এমন কি তা'র গন্ধটা পর্য্যন্ত নিয়ে যেতে পারেনা।

ধর্ম্ম। আরে মর্ ব্যাটা—টাকা কি বল্‌না?

চিত্র। টাকা স্বর্গঃ—টাকা ধর্ম্মঃ—টাকা হি পরমন্তপঃ! টাকা দেখ্‌তে গোল—পেতে গোল—নিতে গোল—দিতে গোল! টাকায় সব মেলে,—বাঘের দুধ মেলে,—হাড়ীমুচি ভদ্র হয়,—মূর্খ অস্পৃশ্য চণ্ডাল দেশপূজ্য মান্যগণ্য হয়,—খুনী নির্দ্দোষী প্রমাণ হয়,—মেয়েমানুষের ভালবাসা পাওয়া যায়! টাকা না থাক্‌লে অনন্ত দুর্গতি—ছুঁচোর লাথী,—বন্ বাদাড়ে আঁদাড়ে পাঁদাড়ে ভুলেও কেউ খাতির করেনা!

ধর্ম্ম। ঝাঁ্যাটা মারো এমন টাকার মাথায়! চল্ তোর বাংলা দেশটা দেখে আসি,—যমদণ্ড হাতেই আছে—যে কিছু ব'ল্‌বে অম্‌নি তখুনি—

চিত্র। আবার চীৎকার করে! জানেন—আজকাল নতুন নতুন থিয়েটার হ'চ্ছে—সব নতুন নতুন ভুঁইফোঁড় অ্যাক্‌টার্ তৈরি হয়েছে,—বায়স্কোপের এ্যাক্‌টিং থিয়েটারের এ্যাক্‌টিং সব এক হ'য়ে গেছে! এখন কথাবার্ত্তা সব ফ্রেশ্‌চার-পশ্‌চারে সার্ত্তে হবে! আপনি চেঁচাবেন না—ব'লে দিচ্ছি! তা হ'লে লোকে নিন্দে ক'র্ব্বে।

ধর্ম্ম। ওরে ব্যাটা গুপ্তু—এ সব কি ব'ল্‌তে লাগ্‌লি? শেষ কি তোর মাথা খারাপ হ'ল নাকি?

চিত্র। না না—মাথা খারাপ নয়! সে সব বাংলা দেশে নিয়ে গিয়ে—আপনাকে বুঝিয়ে দোবো এখন,—আপনি এইখানে একটু

অপেক্ষা করুন,—আমি যুগধর্ম্ম অবলম্বন ক'রে—আপনার আমার—আহার আর পোষাকের যোগাড় করি।

ধর্ম্ম। যুগধর্ম্ম কিরে ব্যাটা ?

চিত্র। এটা কলিযুগ—মনে নেই ? কলির ধর্ম্মই হ'চ্ছে চুরি জচ্চুরী! এখনকার ধার্ম্মিকের যা' আসল কাজ!

[চিত্রগুপ্তের প্রস্থান]

ধর্ম্ম। ঝকমারি করে দেশ থেকে বেরিয়েছি,—এখন ভালয় ভালয় ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পাল্লে হয়! আরতো দাঁড়াতে পারি না, দিব্যি বটগাছটী—একটু এইখানে বসা যাক্ (বৃক্ষতলে উপবেশন)।

মহা। তা নইলে আর সুখ হবে কেন ? ব্যাড় ব্যাড় ক'রে দু'ব্যাটাতে মিলে নেশাটা আমার চটিয়ে দিয়ে আবার আমার ছাঁচ-তলায় খোঁচা দিতে উপস্থিত হ'ল। দেখাচ্ছি মজা—

[লাঙ্গুল ঝুলাইয়া দেওন ও তাহার দ্বারা ধর্ম্মরাজকে বেষ্টন]

ধর্ম্ম। (সভয়ে) ওরে বাবা—ওরে—ওরে—একিরে ? ও গুপ্তু—গুপ্তুরে! ওরে ব্যাটা চিতে—

মহা। খবরদার ব'লছি—চেঁচিও না—

ধর্ম্ম। ওরে বাবা,—বটগাছের তো আচ্ছা শেকড়! দোহাই বাবা বট্ দাদা—দোহাই—দোহাই—আর পাক্ মেরোনি বাবা,—এখুনি আমার "হাড় মড়মড় কেলেঙ্কিরে" হয়ে যাবে বাবা! উঃ—উঃ—দমবন্ধ হয়ে গেল—উঃ—উঃ—

মহা। কে তুমি ?

ধর্ম্ম। আমি তোমার মাস্‌তুতো ভাই—যমরাজ!

মহা। এঁ্যা—সেকি ? জ্যাটা ঠাকুর—তুমি ?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—বাবা—বট্ঠাকুর—ভাইপো! পাক্‌টী খোলো বাপ্‌!

মহা। এই নিন্ (লাঙ্গুল খুলিয়া লওন)। আমি বটগাছ নই—

ধর্ম্ম। তবে কি তুমি আশ্‌শ্যাওড়া বাপধন? যে প্রেমবন্ধন করেছিলে যাদু—এখনও মর্ম্মে মর্ম্মে সে আলিঙ্গনসুখ অনুভব ক'চ্ছি!

মহা। আমায় চিন্‌তে পাল্লে না? আমি—

ধর্ম্ম। বুঝেছি বাবা—তুমি জলবিছুটীর প্রপিতামহ—এই তোমার তলদেশ থেকে সরে পড়ি বাবা—

মহা। (বৃক্ষ হইতে অবতরণ) দাঁড়াও—দাঁড়াও জ্যাট্‌ঠাকুর,—ছুটোছুটী ক'রোনা—একটা পেন্নাম করি।

ধর্ম্ম। কর বাবা—পেন্নাম কর,—কিন্তু দূর থেকে! যে তোমার শেকড়ের বহর,—ফের জড়ালে আমার নাড়ী-ভুঁড়ি মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়বে!

মহা। ছি—ছি—জ্যাট্‌ঠাকুর—তুমি ধর্ম্মরাজ—তোমার এত ভয়?

ধর্ম্ম। বাবা বট্‌ঠাকুর, তোমাদের এ অধর্ম্মের দেশে ধর্ম্মরাজেরই ত ভয় বেশী!

মহা। তা হলে শেকড়টা আর একবার ছাড়বো নাকি?

ধর্ম্ম। দোহাই—দোহাই বাবা! এই আমি মরিয়া হ'য়ে দাঁড়ালুম,—কি ক'রবে কর। ওরে বেটা গুপ্তু!

মহা। আমাকে সত্যিই চিন্‌তে পাচ্ছ না—জ্যাট্‌ঠাকুর? আমি যে তোমার ভাইপো পবননন্দন—ত্রেতাযুগের রামদাস! চার যুগ অমর হয়ে পৃথিবীতে রয়েছি।

ধর্ম্ম। এঁ্যা—তাই নাকি? তুমি রামদাস—পবননন্দন—অঞ্জনাকুমার—আমার বাতাসে ভায়ার বংশের দুলাল—আমার বড় আদরের

হনুমানচন্দ্র ? এঁ্যা ? সেকি ? তোমার এমন অবস্থা কেন ? তোমাকে এমন দেখ্‌ছি কেন ?

মহা। কেমন দেখ্‌ছো জ্যাট্‌ঠাকুর ?

ধর্ম্ম। তোমার সেই মৈনাক পর্ব্বতের মত চেহারা কই ? সে মহা সমুদ্রের বিরাট জলস্তম্ভের মত ভয়ানক অথচ অতি সুন্দর লাঙ্গুল গাছটা কোথায় গেল বাবা ?

মহা। সব আছে ধর্ম্ম জ্যাটা—সবই আছে, কিন্তু কিছুই নেই ! যত দিন যাচ্ছে—যত বছর পার হচ্ছে,—যত যুগ কাট্‌ছে—তত দেহের রস শুকিয়ে আসছে।

ধর্ম্ম। কারণ ?

মহা। ক'টা বোল্‌বো ? প্রথম কারণ—দুশ্চিন্তা ! দ্বিতীয় কারণ—আহারের অভাব ! ছি ছি—এই নির্য্যাতন সহ্য কর্ব্বার জন্যেই অমরত্ব লাভ করেছিলুম ? ত্রেতাযুগের সেই বিরাট পর্ব্বতের মত দেহ—কলিযুগে উইঢিবির আকার ধারণ করেছে।

ধর্ম্ম। কলা টলা কি এখানে কিছু খেতে পাওনা বাপ্‌ ?

মহা। কোথা থেকে পাব ? যে দেশে বাস কচ্ছি, সে দেশের—বিশেষতঃ এই বাংলা দেশের লোকেরা নিজেরাই সব কলা খাচ্ছে ! শুধু কলা নয়,—কলাপোড়া খাচ্ছে ! তা হ'লে আর আমি পাব কোথা থেকে ?

ধর্ম্ম। কি রকম ?

মহা। আর রকম বোল্‌বো কি ? রামচন্দ্রজী যে দিন লবকুশকে রেখে সরযূপ্রয়াণ ক'ল্লেন,—সেই দিন থেকে আমার কলা খাওয়ার দফা রফা হয়ে গেল ! যা হোক্—তবু ত্রেতাযুগের বাকী ক'টা দিন কলাটা আশ্‌টা খেয়ে এক রকম চল্‌ছিল মন্দ নয় !

বড় বেশী কেউ ভাগীদার ছিলনা কিনা! তার পর দ্বাপর যুগ পোড়লো! ঠাকুর ভারতে এলেন বটে, কিন্তু সে গয়লা-পাড়ায় গরুর পাল আর গয়লানীদের নিয়েই মহা ব্যস্ত! তবু দলবল নিয়ে বৃন্দাবনে বাস ক'র্ত্তে লাগলেন! কিন্তু বৃন্দাবনে ঠাকুর তো তেমন ভর করে রইলেন না! এম্‌নি কুরুক্ষেত্রের লড়াই বাঁধলো যে, তা'তে ঠাকুরও নানাস্থানি হয়ে পোড়লেন, আর সেই সঙ্গে দেশের কলাগাছও সব ওজড় হয়ে গেল।

ধর্ম্ম। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'ল্লেনা কেন?

মহা। দু' এক ক্ষেপ করেছিলুম বটে; কিন্তু দেশের জলহাওয়ার গুণে ঠাকুর আর তাঁর পূর্ব্বযুগের এই মহাভক্তকে বড় আমল দিলেন না।

ধর্ম্ম। তা'হ'লে এত দিন ছিলে কোথায়?

মহা। আসল মুল্লুকটা রেখেছিলুম সেই অযোধ্যাধামে। কিন্তু ঘুরে বেড়াতুম এদেশ ওদেশ—ভারতের সর্ব্বত্র।

ধর্ম্ম। কেন? এত ঘুর্‌তে কেন? ঘুরে ঘুরেইত কাহিল হয়ে পড়েছ!

মহা। তাড়া খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। কলিযুগে খেতেতো কেউ দেয়ই না,—উপরন্তু—গাছ থেকে কিছু ফলপাকড় পেড়ে খাবারও যো নেই! বোল্‌বো কি জ্যাট্‌ঠাকুর—আমিই রাবণ রাজার লঙ্কা থেকে সেই যে অমৃত ফল এনেছিলুম,—আমারই সে এঁটো ফলের গাছ থেকে যে অমৃত ফল হ'চ্ছে—যাকে বলে আম,--তা'র একটাতে যদি কামড় দিতে যাই—অম্‌নি চার দিক থেকে ঠ্যাঙ্গা হাতে ক'রে তাড়া করে মার্ত্তে আসে।

ধর্ম্ম। তা—চুরি করেই বা খেতে যাও কেন? লোকের কাছে চাইলে কি দেয় না?

মহা। কলিযুগে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছি যে বাবা!

ধর্ম্ম। কেন?

মহা। টেক্‌সো দেবার ভয়ে।

ধর্ম্ম। টেঁক্‌সো? সে কি আবার?

মহা। সভ্যরাজত্বে সেটা হ'ল নির্দ্দোষে জরিমানাদণ্ড! তোমার যমদণ্ডের চেয়েও ভীষণ!

ধর্ম্ম। ও বাবা—তাই নাকি? কথা কইলে ট্যাঁক্‌শো দিতে হয়?

মহা। শুধু কথা কি? এই যে দাঁড়িয়ে আছ—এই যে এখানে রাস্তায় বেড়াচ্ছ—এই যে আমার পিতৃদেবের প্রসাদে নির্ম্মল হাওয়া খাচ্ছ—এই যে গঙ্গার জলে হাত পা ধুচ্ছো—এই যে সমুদ্রের নোণা জলের নুনটুকু পর্য্যন্ত খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাচ্ছো,—এ সবেরই জন্যে টেক্‌সো দিতেই হবে! এই টেক্‌সো দিয়ে যদি টেঁক্‌সই হও—তা'হ'লেই এদেশে থাক্‌তে পাবে,—নইলে তোমার যমরাজ্যে সবাইকে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র্ত্তে হবে।

ধর্ম্ম। নাঃ—তাহলে মার্ব্ব—নিশ্চয়ই মার্ব্ব! এদেশ আর রাখ্‌বো না। কক্ষনো রাখ্‌বো না! হ্যাঁ হে রামদাস! বাংলা দেশটা কি রকম বল দিকি?

মহা। কেবল আফিং—তাকিয়া—আর গুড়্‌গুড়ির নল! বড় জোর—পাশে একটা খোঁপাবাঁধা গৃহিণী!

ধর্ম্ম। সে কি?

মহা। বুঝ্‌তে পাল্লে না? সব ঝিমুচ্ছে—সব খেয়ালের চোটে—নেশার ঝোঁকে বিছানায় শুয়ে রাজা উজির মাচ্ছে—মেগের কাছে পেগের বড়াই ক'চ্ছে—আর তামাকের ধোঁয়ায় বেউড় বাঁশ হ'য়ে যাচ্ছে!

ধর্ম্ম। সবাই ঝিমুচ্ছে ?

মহা। আমি শুদ্ধু! মনে ক'চ্ছো—সবাই আফিং খায় ? রামচন্দ্র! এদেশটার খাওয়াই হ'ল সদ্য আফিং! এখানে এলে আফিং না খেলেও আফিংএর নেশা ধরে। তার সাক্ষ্য—আমায় দেখনা বাবা! এই যে বট্‌গাছটার এক ডালে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি তো ঐ বসেই আছি। একটু ঘুরে ফিরে যে নিজের হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠে হেঁটে দাঁড়িয়ে আপনার আহারটার সন্ধান ক'র্ব্ব,—পরের বাগানে ঢুকে কলার কাঁদিটা, আম্‌টা, নীচুটা, ফলটা-পাকড়টা,—কিংবা কারো ছাদ থেকে বড়ীটা, আচারটা, কাসুন্দিটা নিয়ে আস্‌বো,—সে উদ্যম টুকুরও অভাব।

ধর্ম্ম। তা হ'লে মার্ব্ব—নিশ্চয়ই মার্ব্ব! এই বাংলাদেশ থেকেই আগে মার্‌তে সুরু করি—কি বল ?

মহা। সিকি পয়সার তিজেল হাঁড়ীর মত ফস্ করে চটো কেন বাপ্ ধর্ম্মজ্যাটা ? এটা কোম্পানীর মুল্লুক—পুলিশ টুলিশ হাত না করে—এখানে মার্ব্ব ব'ল্লেই কি অম্নি মারা যায় ?

ধর্ম্ম। যায়না—যায়না ? দেখ্‌বে না কি একবার ?

মহা। আচ্ছা মেরো এখন বাবা! আগে তোমার ঐ তল্পীদারটীর সঙ্গে যা পরামর্শ ক'চ্ছিলে—সেইটে কর,—একবার বাংলা দেশটা ঘুরে ফিরে দেখে এসো! তারপর দেখে শুনে বিচার করে মার্‌তে হয় মারো—রাখ্‌তে হয় রাখো! বল না হয়, আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে প্রস্তুত আছি।

ধর্ম্ম। আচ্ছা—তথাস্তু। এ গুপ্তু ব্যাটা এলে যে হয়,—তা হ'লে তোমারও একটা পোষাক চাইতো ?

মহা। কিছু দরকার নেই। এইতেই আমি ভোল বদ্‌লে ফেল্‌বো

এখন। এদেশে এসে কথায় কথায় খুব ভোল বদ্‌লাতে শিখে গেছি। এই দেখ্‌ছো হনুমান,—এই দেখ্‌বে মানুষ! আর বিদেশী প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিত তো নিজের ও তাঁর পরিবারবর্গের চেহারা আর কার্য্যকলাপ দেখে স্থিরসিদ্ধান্ত করে বলেছেন যে, মানুষ বানরেরই বংশজাত। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ" কিনা!

ধর্ম্ম। আচ্ছা বাপধন—দ্বাপরযুগের পর কলিযুগে এ ভারতটা কা'র রাজত্ব হ'ল?

মহা। যা'রা কাণ মূলে দু'গালে দুটী থাপ্পড় বাগিয়ে ঝাড়তে পাল্লে,—ভারতটা তাদেরই দখ্‌লে এসে পড়্‌তে লাগ্‌লো!

ধর্ম্ম। তাই নাকি? ভারি মজাতো?

মহা। মজা বলে মজা—একেবারে বেহাদ্দ মজা! ভারতের আর এক নাম কি জান? হিন্দুস্থান—অর্থাৎ কিনা হিন্দুদের রাজ্য! এই কলিযুগে বরাবর বসে বসে দেখ্‌ছি—সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ, সেনবংশ, পালবংশ, মৌর্য্যবংশ ইত্যাদি কত হিন্দু রাজবংশ এর উপর রাজত্ব করে গেল, তার আর কত ফিরিস্তি তোমায় দোবো জ্যাঠা ঠাকুর? মাঝে একবার ঠাকুর বুদ্ধ অবতার হয়ে এসে দিন কতক খুব হৈ হৈ ক'ল্লেন! দেশটা মেতে উঠ্‌লে বটে—কিন্তু ঠাকুর আমার ক'র্‌তে ব'স্‌লেন এক, হয়ে উঠ্‌লো আর! এততেও ঠাকুর ভারতের মায়া ত্যাগ ক'র্ত্তে পাল্লেন না! নাবলেন ফের গৌরাঙ্গরূপে! তখন ভারতের আব্‌হাওয়া অন্য রকম হয়ে গেছে! হিন্দুস্থানে তখন মুসলমান রাজা! সে এক বিরাট ব্যাপার! এক হাতে কোরাণ অন্য হাতে তলোয়ার! এই ভাব!

ধর্ম্ম। হিন্দুরা তখন কোথায় ?

মহা। যাবেন আর কোন্ চুলোয় ? এইখানেই তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে হাত বাড়িয়ে কলা পাড়ছেন আর কলাপোড়া খাচ্ছেন,—আর ঝিমুচ্ছেন। সেই অবস্থায় ঠাকুর আবার এক গৌরাঙ্গরূপ ধরে, এই আফিংখোরের দেশে এসে হরিপ্রেম বিলিয়ে মৌতাতী জাতটাকে আরও মৌতাতী করে ভুঁয়েমুয়ে করে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে হিন্দুরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা সবাই "পি—পু—ফি—সু"—ভাবাপন্ন হয়ে রইলেন!

ধর্ম্ম। সমস্ত হিন্দুস্থানটার কি এই একভাব ?

মহা। এই ভাবটা বাংলা থেকে প্রথম সুরু,—কারণ, যা কিছু ভারতের অধঃপতন, এই নরম মাটীই তার গোড়া! বাংলার সেন রাজা আফিংএর মৌজে বিভোর হয়ে খেয়াল দেখ্‌তে লাগ্‌লেন,—সেই তক্কে পাহাড় ফুঁড়ে বক্তিয়ার খিলিজি একেবারে রাজবাড়ীর সাম্‌নে এসে উপস্থিত! ব্যস্—দুটী মর্ক্কটী হাত বাড়িয়ে সেনরাজার দুটী কাণ ধরলেন, ক'সে দুটী বিরেশী সিক্কের ওজনে চড় হাঁকড়ালেন,—আর নির্ঝঞ্ঝাটে সিংহাসনটী মুসলমানের পাকাখাতায় জমা করে নিলেন!

ধর্ম্ম। এঁ্যা—বল কি ? চড় মেড়ে সিংহাসন দখল ক'ল্লে! রাজ্যের আর সব ব্যাটারা কি মরেছিল ? মার্ব্ব—মার্ব্ব—এই বাঙ্গালীদের আগে মার্ব্ব—নিশ্চয়ই মার্ব্ব।

মহা। কেন তুড়কিলাফ্ ঝাড়ছো বাবা ? ঠাণ্ডা হয়ে শোননা—একটু আফিং দোবো খাবে ?

ধর্ম্ম। ঝ্যাঁটা মারি তোর আফিংএর মাথায়! উঃ—চড় মেরে কেড়ে নিলে রাজ্যটা, আর এ জাত এখনও বেঁচে আছে ? নাঃ—

মার্ব্ব—নির্ঘাৎ সবাইকে মার্ব্ব! মারলুম ব'লে! ওরে গুপ্তু—কোথায় গেলিরে ব্যাটা—ও গুপ্তু—

(পরিচ্ছদাদি লইয়া চিত্রগুপ্তের পুনঃপ্রবেশ)

চিত্র। এই যে সব যোগাড় করে এনেছি দয়াময়! (মহাবীরকে দেখিয়া) ওরে বাবা—এ কেরে? মস্ত ল্যাজ্—

ধর্ম্ম। এত দেরী কল্লিরে ব্যাটা গুপ্তু? ক্ষিদেতে যে আমার নাড়ী চোঁ-চোঁ ক'চ্ছে! আরে মর্—হাঁ করে দাঁড়িয়ে এর দিকে কি দেখ্‌ছিস? একে চিন্‌তে পাচ্ছিস্ না?

চিত্র। একটু একটু পাচ্ছি—আবার পাচ্ছিও না! ওহো—হো—আমাদের হনুমান্‌দা?

মহা। ও নামটা ধরে ডেকোনা,—ওটাতে এদেশে গালাগাল বোঝায়! ও নামে লোকে চটে যায়! আমাকে মহাবীর বলে ডাক! ঐ নামটার ভারি খাতির এখানে!

চিত্র। চলুন—একটু নিরিবিলিতে যাওয়া যাক্! খেয়ে দেয়ে সেজে গুজে নিই! হনুমান্‌দা—খুড়ী—মহাবীরদা! একটু বন বাদাড়ের দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পার?

মহা। চল না—কাছেই সুন্দরবন! তবে আরও একটু ভেতোর দিকে সেঁধুতে হবে,—কেন না—সেখানেও গাছপালা সব ওজোড় হ'তে সুরু হয়েছে! সেখানেও ব্যবসাদার মশাইরা—আবাদ লাগিয়েছেন, জমিতে প্রজাবিলি হ'চ্ছে!

ধর্ম্ম। আবাদ করাচ্ছি এবার! মার্ব্ব—সব মার্ব্ব,—ঐ—দেখ বাপ্ ভাইপো আমার,—ঐ সব মহা মহা রথী—সেনাপতিরা হামেহাল আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে,—এই এদের দিয়ে সব নিকেশ ক'র্ব্ব! [ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ও মহাবীরের প্রস্থান]

(দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা ও ভূমিকম্পের প্রবেশ)

গীত।

সকলে। ক'র্ব্ব শশ্মান হিন্দুস্থান—দেখনা এই ক'জনে।
উঠে পড়ে লাগ্‌লে মোরা—বাঁচবে তোমরা কেমনে ?

দুর্ভিক্ষ। বারো-টাকায় দাঁড়িয়েছে চাল,
আমার কোপে দেখ কি হাল,
(হবে) অন্নাভাবে হদ্দ নাকাল,—
(এই) দুর্ভিক্ষের কৃপাগুণে ॥

অনাবৃষ্টি। (আমি) অনাবৃষ্টি নাশি সৃষ্টি, কর দৃষ্টিপাত,
ঊর্দ্ধমুখে কাঁদ্‌ছে চাষী,
কপালে দে'হাত ;—
রবির তাপে যাচ্ছে পুড়ে,
হাহাকার রব দেশটা জুড়ে,
ডোবা পুকুর শুক্‌নো পোড়ে,
(ঐ) মোলো সবাই জল বিনে ॥

ঝড়। গোঁ—গোঁ—গোঁ শুন্‌ছো আওয়াজ,
সামাল্ সামাল্ ডুব্‌লো জাহাজ,
(বড়) গাছপালা ঘর চালাবাড়ী চ'ল্ল উড়ে কোন্‌খানে!
(সব) চূর্ণ ক'র্ব্ব ঘূর্ণিপাকে,—
(কে) ঝড়ের প্রতাপ না জানে ?

অতিবৃষ্টি। চাষার ভরসা নাব্‌লো বর্ষা—
কত চাও আর জল ?

থাক্‌না ডুবে মাঠ পথ ঘাট—
ঢাল্‌বো অবিরল ;
হাজ্‌লো প'চ্‌লো ফসল গেল,
বীজের দফাও রফা হোলো,—
সম্বৎসর কি খাবে বল,
(কিসে) তুষ্ট ক'র্ব্বে মহাজনে ?

বন্যা। আমি পত্নী, তুমি স্বামী,
তোমার সঙ্গে আছি আমি,
বাঁধের বাধা মানবো নাকো
ভেঙ্গে ছুট্‌বো গাঁ পানে,—
নই সামান্যা আমি বন্যা—
(সব) ভাসিয়ে দোবো একটানে ॥

ভূমিকম্প। সবার কাছে পাও যদি পার,
ভূমিকম্পে নেই নিস্তার,
ফাট্‌বে মাটী যেন ফুটী, দাঁড়িয়ে থাক্‌বে যেথানে,—
(ফেলে) ঘরবাড়ীদোর ঘাড়ের ওপর
(দোবো) জ্যান্তে কবর ঐথানে ॥

সকলে। ক'র্ব্ব শ্মশান হিন্দুস্থান—
দেখনা এই ক'জনে ॥ [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুন্দরবন।

কাম, রতি, সুরা, ব্যসন, বিলাস, জুয়া ও অলক্ষ্মীর প্রবেশ।

গীত।

সকলে। শোভাময় ধরা, প্রাণমন-হরা,
মাতোয়ারা হও মোদের ল'য়ে।
কত সুখে রবে, সেবি আমা সবে,
কেন রহ দুঃখযাতনা স'য়ে॥

কাম। সাজিয়ে মোহন সাজে,
চল চল দেখি খুঁজে,
কে মজায়—কেবা মজে,
(প্রেম) জাগায়ে হৃদয়-মাঝে ;—

রতি। প্রকৃতি পুরুষে টানে,
কভু ধায় তা'র পানে,
কোন বাধা নাহি মানে,
রহে দোঁহে এক হ'য়ে॥

সকলে। শোভাময় ধরা.........

সুরা। জলধি হইতে উঠেছি, জগতে
ভুলাতে সবার ব্যথা,—
(সুখ-) সঙ্গিনী আমি রঙ্গিনী ধনি,—
কি কব আমার কথা ?

এস—এস—ভজ মোরে,
ভাসিবে সুখের সরে ;
লাজ মান ভয়—যাবে সমুদয়,
(জ্ঞান) বিবেক রবে না হৃদয়ে ॥

সকলে। শোভাময় ধরা.........

বিলাস ও ব্যসন। দুর্ল্লভ দেহ আরাম-গেহ—
সুখলালায়িত প্রাণ ;—
তোষ বিধিমতে, কেন ক্ষোভ চিতে ?
আছে কত উপাদান !
ধর্ম্ম অর্থ জেনো অসার,
ভোগ্য-ভোগই সারাৎসার ;
অশনে, বসনে, ভূষণে, সেবনে,
(কর) জীবন সফল মগন র'য়ে ॥

সকলে। শোভাময় ধরা.........

জুয়া। (যা) আছে ঘরে, দাও না ধ'রে,—
(ফিরে) কত গুণ পাবে।
(হও) কাজের কাজী, মারো বাজী,
সব দুঃখ যাবে।
পিছ্‌লে যদি যায়,
ছোড়্‌কো না হে তায় ;—
এটায় না হয় হবে ওটায়,—
(ঐ) সোণার নদী যায় ব'য়ে ॥

সকলে। শোভাময় ধরা.........

অলক্ষ্মী। আপন গণ্ডা ছাড়বে কেন ?
নাও আদায় ক'রে।
জ্ঞাত-কুটুম—ভাই—ভাইপো—কে'কা'র ?
আপোষ কেন ঘরে ?
বাদী প্রতিবাদী এস,
পুঁজিপাটা নিয়ে বোসো,—
(তেজ) থাকে যদি—হওনা জেদি—
(হবে) নরম ? ছি—ছি—কা'র ভয়ে ?
বিষয়—আশয়—যাক্‌না চুলোয়,—
(কেন) রাখ্‌বে মাথাটা নুয়ে ?

সকলে। শোভাময় ধরা......... [সকলের প্রস্থান]

(ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ও মহাবীরের ছদ্মবেশে প্রবেশ)

ধর্ম্ম। গুপ্তু—গুপ্তু—ধর্‌তো ব্যাটা বেটীদের—ধর্‌তো—ধর্‌তো—

চিত্র। কেন ?

ধর্ম্ম। মার্ব্ব—ঐ ব্যাটা বেটীদের আগে মার্ব্ব ! তুই ধর্—

চিত্র। আপনি কি সত্যিই খেপ্‌লেন্ নাকি ? ওদের মার্ব্বেন কি ?

ধর্ম্ম। মার্ব্ব না ? ওরা সব গান গেয়ে কি ব'ল্‌ছিল শুন্‌ছিলি ? ওদের মার্ব্ব না ? ওরাই তো এ দেশটাকে এমন নরককুণ্ড করেছে !

মহা। বেড়ে ব'ল্লে জ্যাট্‌-ঠাকুর ! ওদের যে কাজের জন্যে সৃষ্টি ক'রা হ'য়েছে,—ওরা আবহমান কাল সেই কাজই ক'রে আস্‌ছে,—যত দিন সৃষ্টি থাক্‌বে—ততদিন তাই-ই ক'র্ব্বে !

ধর্ম্ম। কে ও ব্যাটা বেটীরা ? ওরা কি সব অমর ? আমার রাজ্যে ওদের যেতে হবে না ?

চিত্র। আপনার রাজ্যে ওরা গেলে—আপনার রাজ্য চ'ল্‌বে কেন ?

মহা। ঠিক কথাই তো !

ধর্ম্ম। কেন ? ওদের এক এক ব্যাটা বেটীকে ধ'র্ব্ব—ড্যাঙ্গোস পুড়িয়ে গদাং গদাং ক'রে পিট্‌বো—তা'র পর নরককুণ্ডে চুবিয়ে রাখ্‌বো !

মহা। আরে ধর্ম্মরাজ মশাই—আপনার নরককুণ্ড থেকেই যে বিধাতা ওদের সৃষ্টি করেছেন,—তা জানেন না ?

চিত্র। ওরা এখানে আছে ব'লেই—এখান থেকে দলে দলে লোক আপনার রাজ্যে গিয়ে নরক গুল্‌জার ক'চ্ছে, তাইতেই আপনার রাজত্ব চ'ল্‌ছে,—যমের বাড়ীতে কাজ-কর্ম্মের এত ভিড় লেগে যাচ্ছে !

ধর্ম্ম। আরে মর্‌ ব্যাটা,—কে ওরা তা ব'ল্‌বে না—কেবল ব্যাড়োর ব্যাড়োর ক'রে বাজে ব'খ্‌ছে !

চিত্র। আমি কি ছাই ওদের সবার নাম জানি ? তবে ওদের কাজ-কর্ম্মের কথা শুনে বুঝ্‌লুম—যে ওরা নরককুণ্ডুর agent ! বলনা—মহাবীরদা',—তুমিতো এখানকার রয়নেওলা—তুমি ওদের নামগুলো বল না !

মহা। ঐ ফুট্‌ফুটে মাণিকজোড়টী—ফুলের সাজ টাজ আঁটা—ও জোড়াটীর নাম—কাম আর রতি ! ওদের কাজ সেই দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর থেকে শুনে আস্‌ছেন তো ? অমন দেবদেব মহাদেব—তাঁরই মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

ধর্ম্ম। ওরে বাবা—সাংঘাতিক জোড় বটে !

চিত্র। তা'হ'লে যমপুরে ওদের নিয়ে যাবেন কি দয়াময় ? বিবেচনা করে দেখুন—

ধর্ম্ম। ঝাঁটা মারো ওদের মাথায়! শেষে আমার পর্য্যন্ত সর্ব্বনাশ ক'রে দেবে!

মহা। সঙ্গে ঐ যে লাল পোষাক আঁটা ছুঁড়ীটা—ওঁকে জান? উনি হ'লেন—সুরা দেবী! ঠাকুরের অমন যদুবংশ—ওঁরই কৃপায় ধ্বংস হয়েছিল! ওঁর যাঁরা ভক্ত,—জগতে তাঁদের কোন কুকর্ম্মই বাধেনা!

চিত্র। ধর্ম্মরাজ—আমি বলি—এই বেটীকে আপনার রাজ্যে নিয়ে যাই চলুন! খুব হরদম্ ফুর্ত্তি হবে কিন্তু!

ধর্ম্ম। মেরে ফেল্‌বো ব্যাটা গুপ্ত,—ও বেটীর নাম মুখে আন্‌লে!

মহা। মাঝখানে এক জোড়া রংবাহারের পোষাক পরা দেখ্‌লে—ওঁরা হ'চ্ছেন বিলাস-ব্যসন! ওঁদের কীর্ত্তি—এই বাংলাদেশে বিশেষ রকমই দেখ্‌বেন এখন! ওঁদের জন্যেই বাংলাদেশের লোকের এত অর্থকষ্ট, এত অসচ্ছল!

ধর্ম্ম। আচ্ছা, ঐ যে ঘোর কালো নীলাম্বরী পরা ছুঁড়ীটে,—দিব্যি মানিয়েছে বাবা! উটী কে বলত?

মহা। উনি? উনি একেবারে সদ্য তক্ষক—কালনাগিনী,—উনি জুয়ারাণী! উনি আছেন,—ঘোড়দৌড়ের মাঠে,—প্রেমারার আড্ডায়, রান্‌ফ্ল্যাসে—ব্রিজ্—টোইন্টি-এইট্ ইত্যাদির ভেতোর; আর আছেন—চোরাগোপ্তা কটন্ ফিগারের মধ্যে,—জলের খেলায়,—আর ক'লকাতার শেয়ার মার্কেটে! ওঁর আর এক নাম হ'চ্ছে,—"রাতারাতি বড়-লোক-কর্‌ণেওয়ালি!"

চিত্র। প্রভু—প্রভু—ওকে যমের বাড়ী নিয়ে যেতেই হ'চ্ছে,—একে আর কা'রও না দরকার হোক্,—আমার তো ওকে বিশে

আবশ্যক! চাই-ই চাই! না হ'লে চ'ল্‌বেই না! দোহাই! দোহাই আপনার,—ওকে নিয়ে চলুন!

ধর্ম্ম। বলিস্ কিরে ব্যাটা গুপ্ত? যমের বাড়ীতে জুয়া চালাতে চাস্? শেষকালে কি আমার নরককুণ্ডের জমিদারিটা পর্য্যন্ত নিলেমে চড়াবি নাকি?

চিত্র। আজ্ঞে ধর্ম্মরাজ, আমার এখন বেজায় টানাটানি পড়েছে,—আমার রাতারাতি কিছু না পেলে—মোটা রকম থোকথাক্ ঝাঁ করে কিছু না পেলে—আমি কিছুতেই সামাল দিতে পার্ব্ব না! কুবেরের প্যায়দা রোজ রোজ এসে বড় তাগাদা লাগিয়েছে! কি বল মহাবীর-দা? ওকে নিয়ে গেলে আমার সুবিধে হবে না?

মহা। হ্যাঁ—সুবিধে বই কি? ইঁট্ কাঠ্ যা কিছু এখনও নিজস্ব ব'লে আছে,—সেগুলোর দায় থেকে একেবারে নিশ্চিন্তি হ'য়ে যাবে! উপরন্তু—জুচ্চুরি-বাট্‌পাড়ি-বুদ্ধি মাথার ভেতর খুব খেল্‌তে সুরু ক'র্ব্বে!

ধর্ম্ম। বাজে কথা ছাড়্ ব্যাটা গুপ্ত—দুটো কাজের কথা কইতে দে! হ্যাঁ—বাপ্ রামদাস ভাইপো—ঐ ব্যাটা বেটীদের ভেতোর —ঐ যে একটী ভাল মানুষের মেয়ে,—ধব্‌ধবে সাদা কাপড়টী পরা—চোখে একটী ঠুলি—দাঁড়ীপাল্লা হাতে,—এলো চুলে—সাপের মুকুট পরা,—ঐ যে সুন্দরীটী দেখ্‌লুম,—উটীকে তো গো-বেচারি মনে হ'চ্ছে! উটী কে বাবা? আর উনি এ দলেই বা কেন?

মহা। যা ব'ল্লে বাবা জ্যাট্-ঠাকুর, উনি গোবেচারিই বটেন! উনিই মন্থরারূপে ত্রেতাযুগে সর্ব্বনাশ করেছিলেন, দ্বাপরে শকুনি-

রূপে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বাঁধান,—আর কলিতে এখন আদালত-মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীরূপে—চুণো পুঁটী ক্যাৎলা রুই—সকল রকমেরই ঘরে মাম্‌লা বাঁধিয়ে সর্ব্বনাশ ক'চ্ছেন!

ধর্ম্ম। তা'হ'লে ওরাই তো দেখ্‌ছি এখন পৃথিবীতে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা! ওরা যখন অমর,—ওদের যখন মার্ত্তেই পার্ব্ব না,—তখন তো এ পৃথিবীর ভাল আমি কিছুই বুঝ্‌ছি না!

মহা। পৃথিবীর ভাল মন্দ দেখ্‌বার আমার তো বিশেষ ফুরসৎও নেই,—দরকারও নেই! তবে এই বাংলা দেশটার ওপোর আমার একটা বিশেষ মায়া আছে! এ দেশের ভাল মন্দ যা হো'ক্ একটা কিছু ঠাওরাও দিকি! মার্ত্তে হয়—একেবারে মারো,—রাখ্‌তে হয়,—রাখ্‌বার একটা যা'হোক্ বন্দোবস্ত করো। কি বল গুপ্ত দাদা?

চিত্র। আমি বলি কি—ফস্ করে না দেখে শুনে কিছু কর্ব্বার দরকার নেই! যখন এতকাল গেছে—আরও না হয় দু'-দশ বছর যাবে। আগে একবার ঘুরে ফিরে দেখাই যাক্,—দেশটার অবস্থা কি? কা'র দোষে কোথায় কি ঘ'ট্‌ছে! যদি প্রতীকারের কোন উপায় থাকে,—তা'ও করা উচিৎ! নইলে উড়োভাষা দু' একটা খবর শুনে,—নিজেরা যা' তা' বিচার ক'রে—এমন সাধের ভারতবর্ষটা—এমন সোণার বাংলা দেশটা ধ্বংস করা উচিৎ কি?

মহা। কথাটা ঠিক হিসেবার যোগ্য কথা ক'য়েছ—গুপ্ত দা! তোমার কথা শুনে আজ মহানন্দে আমার সেই ত্রেতাযুগের সাগর ডিঙ্গোনো লাফ্ মারবার ইচ্ছে হ'চ্ছে!

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ, হাজার হোক্—গুপ্ত ব্যাটার একটু হিসেব নিকেশে

মাপো আছে কিনা,—ঠিক হিসেব ক'রে কথাগুলো কইলে বটে! বাবা—যে সে লোককে কি আমি যমের বাড়ীর খাতা রাখ্‌তে দিই?

চিত্র। তারিফ্‌ তো চিরকালই ক'রে থাকেন,—কিন্তু মাইনেপত্তর বাড়াবার সময় অমন হাত গুটিয়ে ফেলেন কেন দয়াময়? শুধু কথায় আর কতকাল চিঁড়ে ভেজাবেন?

ধর্ম্ম। কি ক'র্ব্ব বাবা—বড় খরচা বেড়ে গেছে—সব দিক কুলিয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছি না! এই ভাইপো রামদাস যা' ব'লেছে,—এখানে যেমন ট্যাঁক্‌-শো হয়েছে,—যমের বাড়ী গিয়ে মন্ত্রীমশাইদের ব'লে সেইরকম ট্যাঁক্‌শো ক'র্ত্তে হবে। নুণের ট্যাঁক্‌শো তো বসাবই,—তার ওপোর চূণের ট্যাঁক্‌শো, বাঁশের ঘুণে ট্যাঁক্‌শো,—গানে ট্যাঁক্‌শো—বাজনায় ট্যাঁক্‌শো, নাচে ট্যাঁক্‌শো, বিয়েতে ট্যাঁক্‌শো—ফুলশয্যায় ট্যাঁক্‌শো—ছেলে বিউলে ট্যাঁক্‌শো,—খেলে ট্যাঁক্‌শো—শুলে ট্যাঁকশো,—হাঁচ্‌লে ট্যাঁক্‌শো,—কাস্‌লে ট্যাঁক্‌শো,—হাস্‌লে ট্যাঁক্‌শো—কাঁদ্‌লে ট্যাঁক্‌শো, ইত্যাদি সকল রকম ট্যাঁক্‌শোর ট্যাঁক্‌শাল্‌ খুলে দেবো!

(বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী। কি ব'ল্‌ছেন—বলুন—বলুন! থাম্‌লেন কেন? আমাকে দেখে গোপন কর্ব্বার দরবার নেই! আমিও এই আপনাদেরই দলের লোক! আপনারা স্বদেশী ডাকাত বুঝি? আমাকে দলে নিন্‌ না—দলে নিন্‌ না! আমিও বোমা টোমা তৈরি ক'র্ত্তে জানি,—লুকিয়ে লুকিয়ে পিস্তল বন্দুক সব আমদানি ক'রে এই বনের ভেতর এনে দেবো—

মহা। তা'র পর তো নিজেই গিয়ে পুলীশে খবর দেবেন ?

বিভী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা—তা—তা—

মহা। আর তা—তা—তা'র কাজ কি ? বলি—জ্যাট্‌ঠাকুর—ভড়্‌কাচ্ছেন কেন ? এঁকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—দেখিছি—দেখিছি মনে হ'চ্ছে—

বিভী। আমিও আপনাদের যেন চেনো চেনো ক'চ্ছি !

মহা। কি লঙ্কাপতি বিভীষণ মশাই—চিন্‌তে পাচ্ছেন কি ? আমার সে লাঙ্গুল আর নেই যখন,—তখন সহজে কি বড়লোকে চিন্‌তে পারে ? লোকে এ'দেশে—এই জন্যে এত টাকা খরচ ক'রে লাঙ্গুল বাঁধিয়ে নেয়,—অর্থাৎ যাকে বলে টাইটেল্ পায় !

বিভী। এঁ্যা—তাইতো—তাইতো,—এবার যে ছাঁচ দেখে অনেকটা চিনেছি ! যতই পোষাক বদ্‌লাও বাবা রামদাস,—তোমার ও কিস্‌কিন্দের ছাঁচ আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা আছে ! তা—তুমি তোমার সেই ল্যাজটা কোথায় খসালে বৎস হনুমান ?

মহা। সে কি আর তেমন লাঙ্গুল আছে ? সে এখন আমার বুকশূল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ! সে পৃথিবীজোড়া লাঙ্গুল আমার এ দেশে এসে স'জ্‌নে খাড়ার সামিল হ'য়েছে ! আগে কোমরে বাঁধতুম্—এখন মাথার পাগড়ী করে নিইছি—দেখ না !

বিভী। এ মহাত্মা দুটী কে ? এখনও তো ঠাওর ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা—

ধর্ম্ম। আমাকে তুমি চিন্‌বে কেমন করে বাবা ? ব্রহ্মার বরে তুমি যে আমার হাত এড়িয়েছ—

বিভী। অ্যাঁ—আপনি—আপনি—যমরাজ মশাই ? আস্তাজ্ঞে হোক্ ! আস্তাজ্ঞে হোক্ ! বসুন বসুন ! এই সুন্দরবনের মাটীতে

বসুন,—নয়তো ঐ গাছের ডালে বসুন! একটু তামাক টামাকের ব্যবস্থা ক'র্ব্ব কি ?

হা। আমি ইচ্ছা করি,—উনি না ক'র্ত্তে পারেন! আর যদিই বা করেন —তাহ'লে পাবে কোথায় ?

বিভী। পাবার দরকার কি ? যম হ'লে কি হয়, এখানে যখন দয়া ক'রে সশরীরে পদার্পণ করেছেন, তখন কি আর ফস্ ক'রে বনে দাঁড়িয়ে তামাক চাইতে পার্ব্বেন ? আমি যত লৌকতা ক'র্ব্ব, "এটা এনে দেবো, ওটা আনিয়ে দোবো,"—ততই উনি "না—না—দরকার নেই"—ব'লে আমার মান রাখ্‌বেন! তবে না হ'ল Etiquette (এটিকেট্)—তবে না হ'ল Formality রক্ষা, তবে না হ'ল Civilization.

চিত্র। বাঃ বাঃ—লঙ্কেশ্বর! কথাগুলিতে আপনার ক্ষীর, সর, ছানা, মাখন মায় মিছরিটী পর্য্যন্ত মেশানো! একটু আমার সঙ্গে প্রেমালাপ করুন, আমি যমের বাড়ীর Accountant.

বিভী। হঁ্যা—হঁ্যা—চিত্রগুপ্ত দাদা—আপনি—আপনি মহাশয় ব্যক্তি! বাংলায় আপনি কায়স্থদের আদিপুরুষ! নাম শোনা ছিল, আলাপ পরিচয় তো ছিল না,—কারণ, আমার তো আপনাদের দিকে বড় গতিবিধি নাই! তা বেশ বেশ! বড় খুসী হ'লুম —বড় খুসী হ'লুম! এইখানে এসে ভালই ক'রেছেন; সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে!

ধর্ম্ম। তোমার বিবরণটা কি বল দেখি! রাবণ রাজার পর তুমিই তো লঙ্কেশ্বর হ'লে,—তারপর ?

বিভী। দুঃখের কথা আর ব'লবেন না—ধর্ম্মরাজ! সে সোণার লঙ্কার

এখন আর সেদিন নেই! সে এখন ধানী লঙ্কারও অধ
হ'য়ে গেছে!

মহা। তোমার রাজ্য গেল কিসে?

বিভী। নানা রকমে গেল! যোদ্ধা টোদ্ধা সব একে একে ধর্ম্মরা
টেনে নিলেন! মন্দোদরীকে বিধবা বিবাহ ক'রে একদিন
সুখ পেলুম না,—রোজ ঝগড়া—রোজ ঝগড়া! রাক্ষসের দ
লঙ্কা ছেড়ে সমুদ্রপথে সমস্ত ইউরোপের চাদ্দিকে ছড়িে
পোড়লো! ত্রেতা থেকে দ্বাপর পর্য্যন্ত রাজ্যপাট যেমন ক'ে
হো'ক বজায় রেখেছিলুম! কলিযুগে আর বজায় রইলো না
দেদার বাহিরের শত্রু আস্‌তে আরম্ভ ক'ল্লে! ক্রমাগত যু
চ'ল্‌তে লাগলো! ক্রমে এই বাংলাদেশ থেকে বিজয়সিংহ নাে
একজন রাজার ছেলে গিয়ে যুদ্ধ ক'রে আমাকে উদ্‌বাস্তু ক'ে
লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলে!

ধর্ম্ম। লঙ্কা ছেড়ে কোথায় রইলে?

বিভী। এই ভারতেই ঘুর্ত্তে ফির্ত্তে এসে পড়্‌লুম। এসে নিজের কা
ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'ল্লুম!

চিত্র। কাজটা কি?

বিভী। হা—হা—চিতুদাদা—ঘরসন্ধানী বিভীষণের যা কাজ,—ত
ক'র্ত্তে লেগে গেলুম! আমি যদি মহারাজ পৃথ্বীরাজ, মহারা
জয়চন্দ্রের ঘরোয়া ঝগড়ার সুযোগ দেখিয়ে মহম্মদ ঘোরিে
দিয়ে দিল্লী আক্রমণ না করাই—তা'হ'লে পাঠানের রাজ
ভারতে কখনো সম্ভব হোতো? পৃথ্বীরাজের মত বীর ভারে
কেন—জগতে আছে কি না সন্দেহ! আমি যদি বৃদ্ধ রাে
লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীদের সে

বখ্‌তিয়ার খিলিজির সদ্ভাব না করিয়ে দিতুম,—তা'হ'লে এই বাংলা কি আজ বাঙ্গালীর হাতছাড়া হ'ত ?

র্ম্ম। সেতো সব পুরোণো কথা! তারপর এখন নতুন কি কার্য্য সুরু ক'রেছ বল না বাপু! শুনে ঠাণ্ডা হই!

ভী। কার্য্য হ'চ্ছে বিস্তর। সে অন্য আর এক সময় দেখা ক'রে বল্‌বো এখন! আমি চোরের দলেও থাকি, আবার বখ্‌রা-টখ্‌রা নিয়ে আমিই পুলিসে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করি!

র্ম্ম। তুমি আপাততঃ যেতে পার। মোদ্দাৎ—আমাদের কথা যেন কোথাও গিয়ে প্রকাশ কোরোনা!

ভী। তা কি হয়? আপনাদের নাম হয়তো ভুলে যেতে পারি,—তবে আপনাদের কথা আদত ঠিকানায় গিয়ে নিশ্চয় প্রকাশ ক'র্ব্ব!

র্ম্ম। তা'তে তোমার লাভ ?

ভী। আরে এই হ'ল আমার কাজ! এ আমাকে না ক'র্ত্তে ব'ল্‌বে কে? আর ব'ল্লেই বা আমি শুন্‌ব কেন ?

র্ম্ম। বেরো—বেরো—শালা ঘরসন্ধানী বিভীষণ! এখুনি মেরে একেবারে রাক্ষুসে মুণ্ডটা যমপুরিতে অনন্ত নরককুণ্ডে পাঠিয়ে দোবো!

ভী। নাঃ—আপনারা দেখ্‌ছি নিতান্তই এ দেশে থাক্‌বার উপযুক্ত নন্! সরে পড়ুন—সরে পড়ুন—এখানে আপনারা সুবিধে ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না!

[বিভীষণের প্রস্থান]

হা। নাঃ—জ্যাঠ্‌ঠাকুর,—তুমি বাবা যমের বাড়ী অর্থাৎ তোমার বাড়ী ফিরে যাও! তোমাকে নিয়ে এখানে সত্যিই চ'ল্‌বেনা!

ধর্ম্ম। কি বল বাবা রামদাস? ঐ ব্যাটা পাষণ্ডের কথা শুনে রাগ সাম্‌লানো যায়?

চিত্র। রাগ না সাম্‌লাতে পারেন তা'হ'লে এখানে থাকবার দরকার কি? এখানে এখন অনেক রকম দেখ্‌তে হবে! আপনি প্রতিপদে এ'রকম তেউড়ে উঠ্‌লে আপনাকে লুকিয়ে সাম্‌লাই কি ক'রে? আর আমরা নিজেরাই বা ছদ্মবেশে লুকিয়ে বেড়াই কি ক'রে?

ধর্ম্ম। আচ্ছা বাবা গুপ্ত—এবার থেকে রাগটা দমন ক'চ্ছি!

মহা। রাগ দমন না ক'ল্লে—এখানে যমরাজকেই প্রহার খেয়ে জাহান্নমে গমন ক'র্ত্তে হবে! এখানকার লোকে কেউ কা'কেও গ্রাহ্য করে? তুমি অন্যায় দেখে কথা কইতে গেলেই তোমাকে মার খেতে হবে! কেবল মুখ বুঁজে চুপ্‌ ক'রে দেখে শুনে যাও,—অন্যায় অবিচার অত্যাচার—বাক্যব্যয়টী না ক'রে স'য়ে যাও! কথাটী কইলে কি মারা প'ড়লে! ঐ দেখুন—কে আস্‌ছে—

(অশ্বত্থামার প্রবেশ)

অশ্ব। আমাকে দেখে স'রে যাচ্ছেন কেন? বিভীষণ দাদার মুখে আপনাদের খবর পেয়েই আমি দেখা ক'র্ত্তে এসেছি! আমি এই নিকটেই থাকি! তা—ভাল আছেন ধর্ম্মরাজ মশাই? কি খবর চিত্রগুপ্ত দাদা? এখানে কি আপাততঃ কোনও চাকুরির চেষ্টায় নাকি? যমের বাড়ীর চাকুরি থেকে কি ডিস্‌মিস্‌ড্‌? এই যে হনুমানজী—খবর আচ্ছা হ্যায়?

মহা। তুমি কে বাবা। তোমায় তো ভাল ঠাওর ক'র্ত্তে পাচ্ছিনা! এঁরা সবাই তোমার কথাবার্ত্তা শুনে অবাক্‌ হ'য়ে গেছেন।

অশ্ব। আমায় চিন্‌তে পাল্লেন না? আমি যে দ্বাপরের গুরু দ্রোণাচার্য্যের পুত্র—অশ্বত্থামা!

সকলে। ওহো!—তুমি—তুমি—অশ্বত্থামা?

ধর্ম্ম। তা ভাল আছ বাবা?

অশ্ব। ভাল বড় বিশেষ নেই! দিনরাত সেই মাথার জ্বলুনি! সেই যে দ্রৌপদীর পাঁচটা ছেলেকে ভুলে কেটেছিলুম,—তা'তে প্রমাণ হ'ল—Culpable Homicide not amounting to murder! তাই ফাঁসি না দিয়ে কেষ্টো ঠাকুরের sentenceএ Hangman অর্জ্জুন আমার মণিহরণ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত মাথার যন্ত্রণায় ভুগ্‌ছি!

মহা,। ওষুধপত্র কিছু লাগাচ্ছো না?

অশ্ব। ওষুধ আর কি দোবো? কেষ্টোঠাকুর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন, পৃথিবীর লোকে তেল মাখ্‌বার সময় তিন ফোঁটা তেল আগে আমাকে দিয়ে তবে নিজের অঙ্গে মাখ্‌বে, তাইতেই মাথার যন্ত্রণা কম প'ড়বে—

চিত্র। তা'হ'লে—তেল কি প'ড়ছে না?

অশ্ব। আগে আগে বরাবর পড়ে আস্‌ছিল বটে! কিন্তু এই ঘোর কলিযুগে সেটা প্রায় বন্ধ হ'য়ে আস্‌ছে!

ধর্ম্ম। কেন?

অশ্ব। কেন কি! তেল আজকাল ক'টা লোকে মাখে? সব ভাল ভাল সাবান হ'য়েছে, লোকে তাই মেখেই চান্ করে! তেল মাখাটা আজকাল অসভ্যতা, নোংরার লক্ষণ! আর যা'রা তেল মাখ্‌ছে,—প্রথমতঃ—তা'রা তিন ফোঁটা তেল নষ্ট হবার ভয়ে আমাকে তো দেয়ই না; আর যদিই বা দেয়,—সে তেলের

একটাও ভাল নয়,—সব বিষাক্ত! যত রাজ্যের ভেজাল মেশানো; একটাও খাঁটি জিনিষ নয়। তা'তে আমার যন্ত্রণা কম হয় না,—বরং বাড়ে!

মহা। এখন কাজকর্ম্ম হ'চ্ছে কি?

অশ্ব। কুরুক্ষেত্রের পর মনের দুঃখে দিনকতক সব ছেড়ে ছুড়ে বনবাস ক'ল্লুম। তা'রপর আর এ'রকম নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে একা বসে থাক্‌তে ভাল লাগ্‌লো না! নানা দেশ বিদেশে রাজারাজাড়ার কাছে সৈনিকের চাকৃরি নিয়ে যুদ্ধটুদ্ধ খুব দিনকতক ক'রে বেড়ালুম। তা'রপর অবধি এই ভারতে এসে ভর ক'ল্লুম।

ধর্ম্ম। এখানে কি সৈন্য হ'য়ে লড়াই আরম্ভ ক'ল্লে নাকি!

অশ্ব। দিনকতক। যতদিন ঢাল, তলোয়ার, বর্ষার রেওয়াজ ছিল, ততদিন লড়াই ক'রে বেড়াতুম; তা'রপর যেই গোলা গুলি বন্দুক কামান চ'ল্‌তে আরম্ভ হ'ল—তখন থেকে বুঝ্‌লুম, যুদ্ধ ক'রে বীরত্ব দেখাবার আর উপায় নেই। কাজেই, মনের দুঃখে যুদ্ধ ছেড়ে বড়লোকের বাড়ী দরোয়ানী কাজ ক'র্ত্তে সুরু ক'ল্লুম!

ধর্ম্ম। দরোয়ানী? সে কি?

চিত্র। চাক্‌রী,—চাক্‌রী,—বড়লোকের দেউড়ীতে ব'সে বাড়ী চৌকী দেওয়ার কাজ! খাটুনি মাটুনি কিছুই নেই। তোফা ব'সে ব'সে সুখা খেয়ে—কখনো বা খাটিয়ায় চৌদ্দপোয়া হ'য়ে দিন-রাত্রি নিদ্রায় যাপন—

ধর্ম্ম। বটে? কাজ কর্ম্ম কিছুই ক'র্ত্তে হয় না?

অশ্ব। কচিৎ কখনো চোরটা ছ্যাঁচোড়টা জোর ক'রে ঘাড়ের ওপর এসে প'ড়লে—তাদের পাকড়াও করা,—নয়তো বাবুর বাড়ীতে

কেউ গরীব গেরোস্তো ভদ্রলোক এলে—তা'কে গলাধাক্কা দিয়ে অপমান করা,—এই কাজ! নইলে,—একটা ডাকাত প'ড়লে—কিংবা অজবুৎ রকমের কোনও চোর বদমায়েস বাড়ী এসে লুটপাট ক'ল্লে,—কেবল বা'রবাড়ী থেকে তর্জ্জন গর্জ্জন করা,—আর তা'রা লুটেপুটে নিয়ে ভাগ্‌লে,—তা'রপর—লাঠি ঘুরিয়ে "কাঁহা শালা ডাকু—দেখেঙ্গা",—ব'লে তড়্‌পানো!

ধর্ম্ম। মন্দ কাজ নয়! এখনও ঐ কাজই ক'চ্ছ?

অশ্ব। না। দিনকতক পুলীসে পাহারোলার কাজও ক'রেছিলুম,—তা'তে বেশ সুখও হ'চ্ছিল—নামও হ'চ্ছিল,—রোজগারও হ'চ্ছিল,—

মহা। সেটা ছেড়েছ নাকি?

অশ্ব। তা'র চেয়ে সোজা কাজ ধরিছি। এতে ঢের বেশী পয়সা—

ধর্ম্ম। কি কাজটাই শুনিনা! আমরা তোমার কাজ কেড়ে নোবোনা,—ভয় নেই!

অশ্ব। গুণ্ডামী—যাকে বলে Hooliganism!

চিত্র। সে কি?

অশ্ব। সেও কি বোলে বোঝাতে হবে নাকি? সে একটা মহাবীরত্বের ব্যাপার! সেটা আর আমার মুখ থেকে শুনে দরকার নেই! কারণ,—নিজের ব্যবসার Secrecy অপরকে বলা উচিৎ নয়।

মহা। আহা—বলই না! আমরা এমন বিশ্বাসঘাতক নই—যে, তুমি বিশ্বাস ক'রে তোমার কাজের কথাটা গল্প ক'ল্লে,—আর আমরা নিজেরা তোমার সেই কাজ আরম্ভ ক'র্ব্ব! হাজার হোক্—এককালে তো বীর ছিলুম,—এখন নয়—"অবীরে" হ'য়ে পড়েছি! তোমার বীরত্বের ব্যাপারটা না হয় শুন্‌লুম!

(কৃপাচার্য্যের প্রবেশ)

কৃপা। ও না বলে—আমি ব'ল্‌ছি,—আমার মুখেই শুনুন!

অশ্ব। এস মামা—কি খবর বল দিকি?

চিত্র। তোমার মামা? তোমার বাপের শালা? এঁ্যা—কৃপাচার্য্য ঠাকুর নাকি?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে পড়েছে—মনে পড়েছে! উনিও অমর বটেন! প্রাতঃপ্রণাম—আচার্য্য ঠাকুর!

কৃপা। জয়োস্তু! আপনাদের সব মঙ্গল? তা—এ ব্যাটার খপ্পরে প'ড়লেন কি ক'রে? হ্যাঁরে ব্যাটা ভাগ্‌নে—এঁদের কিছু কেড়েকুড়ে নিলি নাকি?

অশ্ব। সেই চেষ্টায় এসেছিলুম বটে, মিথ্যে কথা ব'ল্‌বো না মামা! এসে দেখ্‌লুম,—বাপঠাকুদ্দার আমলের চেনা লোক্! একটু চক্ষুলজ্জা হোলো—

মহা। এঁ্যা—একি কথা?

চিত্র। কেড়েকুড়ে নেয় নাকি?

ধর্ম্ম। উঃ—তবেতো ব্যাটা মহা বদ্‌মায়েস!

অশ্ব। আজ্ঞে—আপাততঃ তো অধীনের ঐ ব্যবসা!

কৃপা। ভাল চাও যদি—এ ব্যবসাটী এবার বন্ধ ক'রে দাও! দিয়ে, ভদ্রলোকের মতন উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে গিয়ে—বিঘে কতক জমী নিয়ে চাষবাস কর—খাও দাও থাক!

অশ্ব। ঐটী মাপ কর মামা! সে ভুট্টার দেশে গিয়ে থাক্‌তে পার্ব্ব না! ক'ল্‌কাতায় একদিন না থাক্‌লে—আমি কিছুতেই বাঁচ্‌বো না! আমার অমরত্ব লোপ পাবে—তা' ব'ল্‌ছি!

চিত্র। কারণ ?

কৃপা। কারণ বুঝ্‌তে পাল্লেন না ? কাকে "সার" বস্তুর একবার আস্বাদন পেলে কি ভুল্‌তে পারে ? দিব্যি নির্ঝঞ্ঝাটী ব্যবসাটী সুরু ক'রেছেন! একখানি বড় ছোরা হাতে ক'রে—ওরই মধ্যে একটু নিরিবিলী পেলেই—ভদ্রলোককে ধ'রে ব'ল্লে,—"লেয়াও সব—যো কুছ হ্যায়!" ছোরা দেখে—ভদ্রলোক কি করেন, ভয়ে গাঁটে যা কিছু থাকে,—মায় সিল্কের চাদর—সোণার চস্‌মা—রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌—কখনো কখনো পরণের ভাল কাপড়খানি পর্য্যন্ত খুলে দিয়ে—খবরের কাগজ জড়িয়ে হাসিমুখে ঘরে ফিরে যান!

ধর্ম্ম। হাসিমুখে ফেরেন কি রকম ?

কৃপা। তা হাস্‌বেন বৈকি! ক'লকাতার সহর,—অলিতে গলিতে পাহারোলা ডাণ্ডা হাতে দাঁড়িয়ে,—আশে পাশে হাজার হাজার লোক চ'ল্‌ছে,—তাদের মাঝখান থেকে এই রকম কেড়েকুড়ে ছোরাছুরি মেরে লুটপাট্‌ ক'রে নিয়ে চলে যায়,—এটা একটা হাসির কথা নয় মশাই ?

মহা। ধর্ম্মজ্যাটা! দেখ্‌ছ বাবা—কলিযুগের কাণ্ডকারখানা ? কোথায় লাগে আমাদের রামরাজত্ব!

ধর্ম্ম। উঃ—কি ভীষণ ব্যাপার! তা'হ'লে তো—ক'লকাতায় যাওয়া বড় সুবিধের নয়! ছি-ছি-ছি—আচার্য্যপুত্র! তুমি বাপু এমন পাষণ্ড ? এই রকম ক'রে নিরীহ ভদ্রলোকদের মেরেধরে কেড়েকুড়ে নাও ? এতে তোমার লাভই বা কত হয় ?

অশ্ব। আজ্ঞে—আমি কি নিজে এসব ছোটখাটো কাজ করি ? এ সব কাজ আমার চ্যালাচামুণ্ডিরাই বেশীর ভাগ করে! আর

শুধু কি এই রকম পথে পথে কেড়েকুড়ে নিয়ে রোজগার করি? একটা বিষম লাভের কারবার আমার যা' আছে—তাইতেই আমি একেবারে মর্ত্ত্যের ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ—কুবের!

কৃপা। চুপ কর্ ব্যাটা—ভাগনেকুলাধম! আর সে ব্যবসার পরিচয় দিস্‌নি—

চিত্র। আহা—শুনিনা—শুনিনা আচার্য্য মশাই! শুনিনা কি ব্যবসা! দেখি যদি যমের বাড়ীতে সেটা চালাতে পারি!

অশ্ব। চুপ কর্‌না ব'ল্লেই কি আমি শুন্‌বো? যখন শুন্‌লেন্ তখন নিজের কেরামতিটা কতদূর—একবার আপনাদের কাছে প্রকাশ ক'র্ব্ব না! তা নইলে আপনারা খাতির ক'র্ব্বেন কেন?

মহা। তা বটেতো—তা বটেতো! কি ব্যবসা—চোককাণ বুঁজে ব'লে ফেলো!

অশ্ব। কোম্পানিকে লুকিয়ে আব্‌গারির ব্যবসা করি! তা'তে বিলক্ষণ দু'পয়সা কামাই!

ধর্ম্ম। এঁ্যা—সে আবার কি?

কৃপা। বুঝ্‌তে পাচ্ছেন না? লুকিয়ে লুকিয়ে "কোকেন্"—"আফিং" এই সব নেশার জিনিস বেচে!

মহা। উঃ—পাকা ব্যবসাদার বটে! ভারি রাত্রে বাবুদের জন্যে—বিবিদের জন্যে—মদও তো তোমরা সরবরাহ কর—শুন্‌তে পাই!

অশ্ব। আজ্ঞে—হাঁ্যা দাদা! একটু বেশী দাম পড়ে বটে,—কিন্তু আধা আধি দোক্তাপচার জল মেশানো মাল ঠিক দরকার মত বাবুদের Supply করি!

ধর্ম্ম। আচ্ছা—ধরা পড়োনা ?

অশ্ব। পয়সা দিয়ে—টাকা দিয়ে—নোট্ দিয়ে—আটঘাট্ বাঁধতে হয় বাবা। নইলে কি এ ব্যবসা চলে ? পয়সা খরচা না ক'ল্লে কি পয়সা রোজগার হয় ? তবে—ধরাটা আস্টা যে না পড়ি—তা'ও নয় ! তা—জেলটেল্ খাটবার জন্যে মাইনে করা—মাসোহারা খাওয়া লোকও সব মোতায়েন্ আছে ! যত দিন সে জেলে থাক্‌বে—তত দিন তা'র মাইনে তো সে পাবেই, উপরন্তু—তা'র মাগছেলেদের খোরাকীও দিতে হয় !

মহা। উঃ—তা'হ'লে তো ঘুস্‌টুস্ বাবদে অনেক টাকা খরচও ক'র্ত্তে হয় !

কৃপা। তেম্‌নি রোজগারেরও বহরটা কেমন ? এই যে মোটরে ক'রে গিয়ে—পিস্তল টিস্তল ছুঁড়ে—মহাজনের গদী লুট ক'রে—বড়লোকের বাড়ী ডাকাতি ক'রে—ব্যাঙ্কের চালানি টাকা রাহাজানি ক'রে নিয়ে আসে,—এতে রোজগারটা কি বেটার-ছেলেরা সাধারণ করে ? এম্‌নি ক'রে বছরে দু'চার লাক্ টাকা আয় হয়—আর তা থেকে যদি লাক্ টাকাই খরচা হয়, তা'তে লোকসানই বা কি বল ?

চিত্র। এ্যাঁ—ধর্ম্মরাজ মশাই ! গুরুপুত্রের সঙ্গে জুটে দিনকতক এ ব্যবসাটা ক'র্ব্ব ? আমায় কিছুদিন ছুটি দিন্ না—

ধর্ম্ম। মেরে ফেল্‌বো ব্যাটা গুপ্ত—যদি এ'রকম বেয়াড়া আবদার ক'র্ব্বে,—একেবারে এক ঘুসীতে তোমাকে আদাছ্যাঁচা ক'রে ফেল্‌বো !

কৃপা। আরে ও ব্যবসা আর ক'র্ব্বে কোথা থেকে ! এবার সে গুড়ে বালী ! গুণ্ডার দফা এবার একেবারে রফা ! এবার সত্যি সত্যিই পুলীশের মাথার টনক্ নড়েছে ! কতকগুলি বড় ঘরের

ছেলে—লেখাপড়াজানা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক পুলীশ অফিসার হ'য়ে—খুব উঠে পড়ে লেগেছেন,—স্বয়ং কমিশনার সাহেব নিজে আড়েহাতে লেগেছেন,—যা'তে এ গুণ্ডামী বন্ধ হয়! যা'কে একটু সন্দেহ হ'চ্ছে—গুণ্ডামীর গন্ধ যার গায়ে আছে,—তা'কে ধরে একেবারে deportationএ পাঠাচ্ছেন! খুব শীঘ্রই এ দেশে Hooliganism একেবারে বন্ধ হ'ল বোলে!

অশ্ব। (সভয়ে) এঁ্যা—তাই নাকি? তাই নাকি? এঁ্যা মামা—তা'হ'লে—তা'হ'লে—আমি কি ক'র্ব্ব?

কৃপা। যাও বাবা—বাপের সুপুত্তুর হ'য়ে—একেবারে পশ্চিমযাত্রা কর। চাষবাস ক'রে খাওগে,—আর এ কাজে মতিগতি ফির্‌তে দিওনা! নইলে,—পুলীশের যে রকম ডাণ্ডার বহর, তোমার অমরত্ব আর থাক্‌ছেনা বাবা!

ধর্ম্ম। দাও—দাও—আচার্য্য ঠাকুর—দাও ব্যাটাকে পুলীশে গ্রেপ্তার করিয়ে!

কৃপা। আমায় দিতে হবে না! কথা না শুনে এ সব ব্যবসা আবার চালালে—নিজেই ডাণ্ডার চোটে ঠাণ্ডা বোনে যাবে এখন! কিছু ভাব্‌বেন না আপনারা!

অশ্ব। না—না মামা,—মাইরি ব'ল্‌ছি—এ শালার কাজে একটুও সুখ নেই! পয়সা রোজগার হ'লে কি হবে,—দিনরাত প্রাণে একটুও শান্তি নেই। ভাল করে খেতে পারিনা, চোখে ঘুম তো আসেই না,—কেবল মনে ভয় হয়—"ঐ বুঝি ধ'ল্লে!" মাইরি মামা—এ কাজ আজ থেকে দিব্যি গেলে ত্যাগ ক'ল্লুম! ছ্যা—ছ্যা—ছ্যা— [অশ্বত্থামার প্রস্থান]

ধর্ম্ম। তা'রপর—আচার্য্যি মশাই—এখন থাকা হয় কোথায়?

কৃপা। আপাততঃ বাংলা দেশেই আছি। কুরুবংশ ধ্বংসের পর—মনে ক'ল্লুম—সৃষ্টিটা কি রকম রসাতলে যায়,—অমর হয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে একপাশে দাঁড়িয়ে চক্ষু বুঁজে দেখ্‌বো!

মহা। বলেন কি? সৃষ্টি রসাতলে গেলে—আপনিও কি বাদ পড়্‌তেন নাকি?

কৃপা। প্রথমটা সে বুদ্ধি মাথায় ঢোকেনি,—তাই, যে ডালে বসেছিলুম—কালিদাসের মত সেই ডালই কাট্‌তে লেগে গিয়েছিলুম। তা'রপর ভাব্‌লুম—আমিও তো সৃষ্টি ছাড়া নই; সৃষ্টি গেলে—আমারও হাড়ীর হাল যখন,—তখন এ সৃষ্টি আমাকে রাখ্‌তেই হবে। তাইতে নানা রূপে—নানা স্থানে—নানা কার্য্যে মনঃসংযোগ ক'ল্লুম।

ধর্ম্ম। কার্য্যগুলো কি ভাগ্‌নের মতই সুরু ক'ল্লেন নাকি?

কৃপা। রাধামাধব! ও হোলো কাপুরুষের কাজ! ও ব্যাটা ভাগ্নের কথা ছেড়ে দিন; ও যে চোর—বাট্‌পাড়—খুনে—ডাকাত হবে—তা দ্বাপরেই তো মালুম পাওয়া গেছলো! নইলে—দিদির পেট থেকে পড়েই ব্যাটা ঘোঁড়ার মতন চিঁহি—চিঁ—হিঁ ডাক ছাড়ে? ব্যাটা মরদ হ'লে কি দ্রৌপদীঠাক্‌রুণের ঘুমন্ত পাঁচটা ছেলেকে কাটে? ও ব্যাটার কথা তুল্‌বেন না!

মহা। না—না—আমি আপনার কাজ গুটীকতক দেখেছি—সব মনে নেই! আপনার অনেক কীর্ত্তি এ দেশে আছে!

ধর্ম্ম। আমরা গোটাকতক শুন্‌তে পাইনা?

কৃপা। আচার্য্য ব্রাহ্মণপণ্ডিত মানুষ যখন,—তখন সেই রকমেরই গোটা কতক কাজ করেছি বৈকি! কিন্তু—এখন পাণ্ডিত্যের কোনও মূল্য নেই,—সুতরাং এ যুগে যে কার্য্যের কদর,—যে

কার্য্যে ধন মান যশ প্রতিষ্ঠা,—সেই কার্য্যেই নিযুক্ত হয়েছি। এখন ব্যবসাবাণিজ্যেই পাণ্ডিত্য—মনুষ্যত্ব—বীরত্ব—গৌরব! এখন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"—এই হ'ল এ সংসারের উন্নতির মূলমন্ত্র! চক্ষু চেয়ে দেখুন,—চারিদিকে কেবল "দোকান—দোকানদার—দোকানদারী"। রাজা দোকানদার—প্রজা দোকানদার; কেবল দোকানদারী আর ব্যবসাদারী! কথা-বার্ত্তায়—আলাপ-পরিচয়ে কেবল দোকানদারী ব্যবসাদারী! এই বাংলায় এসেছি সেই দোকানদারী ব্যবসাদারী ক'র্ত্তে,—পয়সা লুটতে,—সুখে স্বচ্ছন্দে আরামে বাবুগিরি ক'র্ত্তে! নইলে যাই কোথায়,—গেলে পসারই বা হবে কোথায়—পয়সাই বা রোজগার করি কোথায়? Behar for Beharees,—Assam for Assamees,—Guzrat for Guzratees,—ইত্যাদি সকল দেশের এই ভাব,—কিন্তু বাবা—BENGAL for ALL! এমন মুক্তকচ্ছের দেশ, এমন সচ্ছসলিলের মতন অজচ্ছল পয়সার স্রোত তো আর কোথাও ব'য়ে যায়না,—কেবল দয়া ক'রে বিদেশ থেকে এসে আঁজলা পুরে নিয়ে যেতে পাল্লেই হ'ল! No restriction—কোনও বাধা নেই,—কোনও মানা নেই,—কেউ বলনে-কয়নেওয়ালা নেই বাবা! শিখে রাখুন—জেনে রাখুন—মনে রাখুন, Bengal not for Bengalees, but Bengal for all,—for one and all! চলে আয়—চলে আয়—কে কোথায় আছিস্—আয়—আয়—চলে আয়!

ধর্ম্ম। বলেন কি আচার্য্য মশাই—বাঙ্গালার এই অবস্থা? বাঙ্গালীরা এমন নিরীহ?

মহা। বাঙ্গালী, নিজের জাতির পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ—কিন্তু ভিন্ন দেশের ভিন্ন জাতির কাছে অত্যন্ত নিরীহ! বাঙ্গালী নিজের বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী, ছেলে, মেয়ে, আত্ম-কুটুম্বকে এক পয়সা দিতে গেলে—বিশবার খতাবে—ভাব্‌বে—তলিয়ে বুঝবে—সতেরো দুগুণে সাতষট্টি বার এগুবে—পেছুবে,—শেষে হয় তো দেবেই না,—কিন্তু ভিন্নদেশী লোকের কাছে একেবারে বোকা ব'নে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ধরে দিয়ে পথের ভিখারী হয়ে বেড়াবে! বাহা রে বাঙ্গালী—বাহা রে Bengal! এমন সুখের স্থান পৃথিবীতে আর কোথাও আছে? তাহ'লে এখন বেশ মজায় আছেন আচার্য্য মশাই?

কৃপা। তা দাদা—পবনদেব আর অঞ্জনা ঠাকুরুণের আশীর্ব্বাদে এক রকম বেশ "মজিমে" থাকা গেছে! ঠিক বলেছ,—এমন সোণার দেশ আর আছে? তেমন কন্‌কনে হাড়ভাঙ্গা শীতও নেই,—তেমন ফুটীফাটা গরমও পড়ে না,—সারা বছর ধরে বৃষ্টিও নেই,—বিশ্রী কোয়াসাও বারমাস দেখা যায়না! হরেক রকমের ফল ফুলুরী,—একটু শ্রম ক'ল্লেই নানা রকম ফসল,—চাদ্দিকে উর্ব্বরা জমী,—এর কদর বাঙ্গালীরা কি বুঝ্‌বে দাদা? এর কদর যারা বোঝে,—তা'রাই ছুটে ছুটে দেশভুঁই ছেড়ে এখানে এসে জমায়েৎ হ'চ্ছে! আর দু-দশ বছর বাদে দেখ্‌বে,—বাংলায় বাঙ্গালীর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নেই!

[কৃপাচার্য্যের প্রস্থান]

ধর্ম্ম। মার্ব্ব—মার্ব্ব—এ দেশ মার্ব্ব—বাংলা মার্ব্ব—বাঙ্গালীকে আগে মার্ব্ব,—নির্ঘাৎ মার্ব্ব—

মহা। খেপ্‌লো রে খেপ্‌লো—আবার জ্যাট্‌ঠাকুর আমার তেউড়ে উঠলো!

ধর্ম্ম। শুন্‌লে বাবা ভাইপো ধন—বাপ্ অঞ্জনানন্দন—শুন্‌লে? বাংলার কথা—বাঙ্গালীর কথা শুন্‌লে? মার্ব্ব—মার্ব্ব—

মহা। এই রকম "মার্ব্ব মার্ব্ব" যদি প্রতি হাতেই ক'র্ত্তে থাক—তা'হ'লে আমি চল্লুম—(প্রস্থানোদ্যত)

চিত্র। যেওনা—যেওনা—মহাবীরদা—তোমার ল্যাজের দিব্যি—যেওনা! আমার ধর্ম্মরাজের একটা মারধোরের বাতিক জন্মে গেছে,—ওটা যমরাজের স্বভাব! বলি—প্রভু! রাগ ক'র্ব্বেন না,—আপনার যত বয়স হ'চ্ছে—তত যেন ভীমরতি বাড়ছে,—বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে!

ধর্ম্ম। কেন রে ব্যাটা গুপ্ত—আমার কি ভীমরতি দেখ্‌লি?

চিত্র। তা' নয়তো কি? কাকে কাণ নিয়ে গেল ব'ল্লেই অম্নি তাই শুনে কাকের পেছনে দৌড়োনো উচিৎ? আগে কাণে হাত দিয়ে দেখুন—কাণটা সত্যি আছে কি না,—কাক মশাই সত্যিই নিয়ে গেছেন কিনা! ঐ যত ব্যাটা ফাঁসিছেঁড়া উন্‌পাঁজুরে লোক এসে বাংলা দেশের আর বাঙ্গালীদের নামে দুটো নিন্দে ক'রে গেল,—আর তাই শুনেই আপনি অম্নি রেগে "মার্ব্ব মার্ব্ব" ব'লে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ছেন! এতটা পথ যখন এসেছেন,—নিজের চোখ আছে—কাণ আছে—বুদ্ধি-বিবেচনা আছে,—চলুন,—একবার বাংলাদেশে বাঙ্গালীদের ভেতর গিয়ে—নিজে দেখে শুনে বিচার করুন,—তা'রপর যা' ভাল বোঝেন—পাঁচজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে যেটা যুক্তিকর হয়,—তাই করুন! তা নয়—কথায় কথায় "মার্ব্ব—মার্ব্ব",—ও একটা

অতি বিতিকিচ্ছি! এমন যদি করেন তা'হ'লে আমি তো এখুনি দেশে চলে যাবই, উপরন্তু আপনার কাজে (Resign) র‍্যাজান্ দিয়ে দোস্‌রা একটা কর্ম্মের যোগাড় ক'রে নেবো!

ধর্ম্ম। উঃ—ব্যাটা আমার যেন মানময়ী রাধে! আচ্ছা—আচ্ছা—রাগ করিস্‌নি—রাগ করিস্‌নি! এবার থেকে—মুখে চাবি এঁটে থাক্‌বো! কি বল বাপ্ হনুমানচন্দ্র?

মহা। গুপ্তদাদা কিছু অন্যায় বলেন নি! পরের মুখে ঝাল খাওয়াটা ঠিক কি? পরের কথা শুনে যে নেচে ওঠে—বাস্তবিকই তা'র চেয়ে মূর্খ সংসারে কেউ নেই! শেষকালে তা'কে বড়ই পস্তাতে হয়।

চিত্র। তা'হ'লে আপাততঃ কোথায়—কোন্ দিকে যাওয়া যায়—বল দেখি মহাবীরদা?

মহা। আজ রাত্রের মত এই সুন্দরবনেই একটা কোনও গাছের কোটরে কিংবা ঝোপেঝাপে কিংবা মজবুৎ ডালে আশ্রয় নেওয়া যাক্,—কাল সকালে সুন্দরবন despatch service-এর steamerএ ক'ল্‌কাতায় রওনা হওয়া যাবে।

ধর্ম্ম। সে আবার কি?

চিত্র। আবার কথা কইছেন কেন? আপনি মুখ বুঁজে চলে আসুন না,—আপনার অত খোঁজে দরকার কি?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—বাবা গুপ্তুরে—ওটা ভুলে গিয়েছিলুম—ভুলে গিয়েছিলুম! চল বাবা চল।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বঙ্গপল্লীর মাঠের ধার।

কৃষক ও কৃষকপত্নীগণের

গীত।

আমরা—গাঁয়ে ব'সে বুন্‌ছি ফসল
তোমরা—খাচ্ছ ব'সে সহরে।
আমরা—ম্যালেরিয়ায় ম'চ্ছি ভুগে,
তোমরা—আরাম ক'চ্ছ মোটরে॥
আমরা— দিচ্ছি জোগান খেটে খেটে,
তোমরা—নিজেরা সব নিচ্ছ বেঁটে,
আমরা—পেটে খেতে পাইনে মোটে,
তোমরা—চালান্ দিচ্ছ সদরে ;—
থালি—ভ'রে আঁজ্‌লা—টাকার পোঁট্‌লা,
তুল্‌ছ নিজেদের ঘরে॥
আমরা—পরের তরে ক'র্ব্বনা চাষ—
যদি—কোট্‌ ধরি ভারি,—
তখন—কোথায় রবে ব্যবসা পাটের,
চালের আড়ৎদারি ?
চাষীদের সব ক'রে ঘাল,
লুঠ্‌লে কড়ী এতকাল,—

আর, চল্‌ছে না সাবেকী চাল,—
চোখ ফুটেছে চারধারে ;—
"পয়সা" কিংবা "গতর" বড়,—
(হবে) বোঝাপড়া এবারে ॥

[গীতান্তে প্রস্থান]

(মহাবীর, ধর্ম্মরাজ ও চিত্রগুপ্তের প্রবেশ)

মহা। শুন্‌লেন তো জ্যাট্‌-ঠাকুর—বাংলাদেশের চাষীদের হাল ?

ধর্ম্ম। শুধু শুন্‌ছি কি ? চোখেও তো দেখ্‌ছি !

চিত্র। আহা—হা—হা—ওরাই বাংলাদেশের প্রাণ—কিন্তু ওদের দিকে কেউ চায় না,—কি মজা দেখেছ মহাবীরদা ?

মহা। মানুষ তো চায়ই না,—ভগবানও চক্ষু বুঁজে আছেন !

চিত্র। চোখ চেয়ে থাক্‌বার ভেতর—এই আমাদের ধর্ম্মরাজ মহাপ্রভু ! হাঁ ক'রে ওদের দিকে চেয়ে দেখ্‌ছেন—আর টঁাক্‌ছেন—কবে নিজের দেশে এদের ম্যালেরিয়া—কালাজ্বররূপ বস্তাবন্দি ক'রে চালান্ দেবেন !

ধর্ম্ম। চালান্ দোবো না রে ব্যাটা ? কুলী চালান্ দেওয়াই তো আমার কাজ,—বিশেষ এই বাংলাদেশ থেকে,—আরও বিশেষ এই পূর্ব্ববঙ্গ থেকে ! হেঁ—হেঁ বাবা—ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা,—এই সব আমার প্রাণের ভৃত্যদের কি রকম এখানে থাক্‌বার বন্দোবস্ত ক'রে দিইছি—তা দেখেছিস্ রে ব্যাটা গুপ্তু ?

চিত্র। দেখিনি আবার ? দেখে মজ্‌গুল্ হ'য়ে গেছি বাবা ! উঁচু উঁচু পাঁচীলের মত—গাঁয়ের চাদ্দিকে রেল যাবার রাস্তা ! তেড়ে বৃষ্টি প্রভু যদি নাব্‌লেন—কিংবা বন্যা ঠাক্‌রুণ ফুর্ত্তি করে গাঁয়ের

মধ্যে ঢুক্‌লেন,—ব্যস্‌ বাবা,—আর তাঁ'দের বেরুবার যো নেই! দিব্যি গ্রামবাসীদের "অনন্তশয়নে হের নারায়ণে"—সব কারণ-সলিলে স্ত্রীপুত্রপরিবার সমেত—মায় গরু বাছুর চালা খুঁটী নিয়ে মহাসুখে ভাসমান! সে কি সুন্দর দৃশ্য—আহা!

মহা। তা'রপর—ঐ জল শুকিয়ে,—গাছ পাতা পাট পচিয়ে,—পুকুর ডোবা নালা পাঁকে ভর্ত্তি ক'রে,—ম্যালেরিয়া—কলেরা—বসন্ত—কালাজ্বর ঠাকুরঠাকুরুণদের কি সুন্দর শয্যা রচনা হয়! চাদ্দিকে লাখো লাখো মশার অহোরাত্র কন্‌সার্ট বাজিয়ে মহানন্দে রক্তপান, সঙ্গে সঙ্গে ম্যালেরিয়া কলেরার বীজ পরিবেশন! চমৎকার—জ্যাটাঠাকুর—বাংলায় বাঙ্গালীধ্বংসের চমৎকার ব্যবস্থা ক'রেছেন!

ধর্ম্ম। ব্যবস্থা তো করিছি—কিন্তু কাজ এগুলো কই—কাজ এগুলো কই? চল্‌ ব্যাটা গুপ্ত—আর এখানে মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে রসিকতা ক'র্ত্তে হবে না! একটা জমীদারের বাড়ীতে আজকের মত অতিথি হইগে চ'! এস বৎস পবননন্দন।

[সকলের প্রস্থান]
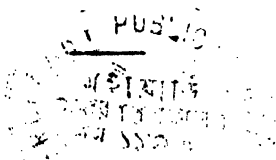
তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

জমীদার-বাটী।

জমীদার, জমীদার-পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ,

প্রজাগণ, নায়েব ও গোমস্তা।

গীত।

কর্ত্তা। তবে,—যাই চল সব ক'ল্‌কেতায়।
থাক্ প'ড়ে জঙ্গলে এ দেশ—
মানুষের কি কাজ হেথায় ?
গিন্নী। (আমি) বরাবর তাই ব'ল্‌ছি তোমায়,—
(তুমি) কাণ দাও কি হিতকথায় ?
পুত্র। (বাবা) থাক্‌তে হয়তো তোমরা থাকো,—
(আমি) কক্ষনো গাঁয় আস্‌বো নাকো,
(মস্ত) জমীদারের ছেলে আমি,—(হুঁ—হুঁ বাবা)
ঝাঁ্যাটা মারি দেশের মাথায় !
পুত্রবধূ। ফাই—ফাই—নেটিভ্ ল্যাণ্ড্—
চলো ডার্লিং ইংল্যাণ্ড্!
ফুর্ত্তি পাব খুবই গ্র্যাণ্ড্—
সুখটা কি স্বদেশিতায় ?
সকলে। তবে—যাই চল সব কল্‌কেতায়॥
প্র-গণ। হুজুর "মা-বাপ্" গরীব প্রজার
তা'দের ছেড়ে যাও কোথায় ?

(এ) প্রাণের ব্যথা জানাই কা'রে,—
(কে) কাণ দেবে দুঃখের কথায় ?

পু ও বধূ। (কোরো) application ক'ল্‌কেতায় !

ক-ও-গৃ। চিটী লিখো ক'ল্‌কেতায় ॥

[নায়েব ও গোমস্তা ভিন্ন সকলের প্রস্থান]

না ও গো। থাক' গিয়ে ক'ল্‌কেতায়,—(সবাই) থাক' গিয়ে ক'ল্‌কেতায় !
(তোমরা) জমিদারীর মালিক বটে,—
(মজা) মার্ব্বে নায়েব গোমস্তায় ;—
থাক' গিয়ে ক'ল্‌কেতায়—হা-হা-হা-হা-হা ! !

(ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ও মহাবীরের প্রবেশ)

উক্ত তিনজন। জয় হোক্ রাজাবাবুর—

না ও গো। কে—কে—কে—

উক্ত তিনজন। অতিথি !

না। এখানে না—এখানে না !

গো। কলিযুগে অতিথিসৎকার অধর্ম্ম ব'লে কর্ত্তা বারণ ক'রেছেন !

ধর্ম্ম। কি ব'ল্লি পাষণ্ড ? অতিথিসৎকার অধর্ম্ম ?

চিত্র। এত বড় অট্টালিকা—এত ধনদৌলৎ—

মহা। আচ্ছা বাবা—খেতে না দাও,—একটু থাক্‌বার স্থান—

না ও গো। দারোগা—দারোগা—পুলীশ—পুলীশ—বন্দুক—বন্দুক—
ডাকাত—ডাকাত—মোটর ডাকাত—স্বদেশী ডাকাত—

(দাসী ও ভৃত্যগণের প্রবেশ)

ভৃত্য ও দাসী। "কি হয়েছে—কি হয়েছে—কি হয়েছে রে ?

না ও গো। চুপ্ চুপ্ সব—চুপ্ চুপ্ সব—ডাকাত পড়েছে !"

ধর্ম্মরাজ ইত্যাদি। এই মরেছে—এই মরেছে—এই মরেছে রে।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুখোর মার কুটীরাভ্যন্তর।

চরকায় সূতা প্রস্তুতকরণে নিযুক্তা বৃদ্ধা সুখোর মা।

(গুণ্ গুণ্ করিয়া গীত)

"আমি শুধু র'য়ে গেনু একা।
(আমার) বৌ বেটা সব নিছিস্ রে যম—
বাকী কেবল এই চরকা॥"

(জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

ধর্ম্ম। হুঁ—হুঁ—হুঁ—সুখোর মা—[একপার্শ্বে উপবেশন ও কম্পন]

সু-মা। কি বাবা ধম্মা—বেড়িয়ে এলে? পান্তভাত বেড়ে দোবো?

ধর্ম্ম। হুঁ—হুঁ—না—সুখোর মা—একটা কম্বল টম্বল থাকে তো বিছিয়ে দে—বড্ড শীত—মাথাব্যথা ক'চ্ছে—গা বমি বমি ক'চ্ছে—উঃ—গা দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে—

সু-মা। ঐ হয়েছে বাবা ধম্মা—তবেই হয়েছে! ঐ তোকে যমে ধরেছে রে বাবা—যমে ধরেছে!

ধর্ম্ম। (পূর্ব্ববৎ কাঁপিতে কাঁপিতে) যমে ধরেছে কি?

সু-মা। ম্যালোরা ধরেছে বাবা—তা'র নামই যমে ধরেছে! মুখপোড়া—হাড়হাবাতে—হতচ্ছাড়া—সর্ব্বনেশে যমও যা—ম্যালোরাও তো তাই!

ধর্ম্ম। যমকে কেন মিছিমিছি গাল দিচ্ছিস্ সুখোর মা? সে তো তোর কিছু করেনি বাছা!

সু-মা। না—আমার কি কর্ব্বে? আমার ছ বছরের ব্যাটাকে ম্যালোরা পিলে স্বাবোর দিয়ে নিয়েছে,—আমার বৌটাকে কালাজ্বর দিয়ে নিয়েছে,—আমার সাত বছরের নাতিটাকে ওলাউঠো দিয়ে নিয়েছে,—যম্‌রাকে গাল দোবোনি? এই ঝ্যাঁটাপেটা করি দেখনা বাবা! (ঝাঁটা লইয়া) এই যমের মুখে হুকুড়ি ঝাঁটা—সপাসপ্—(ধর্ম্মরাজকে ঝাঁটা প্রহার)

ধর্ম্ম। উঃ—উঃ—কি করিস্—কি করিস্ সুখোর মা—ঝ্যাঁটার চোটে প্রাণ গেল যে!

সু-মা। (অপ্রস্তুত হইয়া) আ মোর মুয়ে আগুন—কি করনু—কি করনু? যমকে ঝ্যাঁটা মার্ত্তে গিয়ে—সে ঝ্যাঁটা তোমার গায়ে বসানু? আহা বাছারে—ষাট্—ষাট্—(চিবুক ধরিয়া চুম্বন)

ধর্ম্ম। থাক্—থাক্—বুড়োমানুষ—চোকে দেখ্‌তে না পেয়ে ভুলে মেরেছিস্—থাক্—ও ঝ্যাঁটা আর তুলিস্‌নি!

সু-মা। ও কথা বোলোনি বাবা ধম্মা! সাঁজসকাল দুপুরে—পিতাহ তিনবার ক'রে ঝ্যাঁটা না মেলে—আমি মুখে ভাত তুল্‌তে পারি না! (কম্বল লইয়া বিছাইয়া দেওন) উঃ—বড্ড কাঁপুনি ধরেছে—এই খেনে শোয়া কর—

ধর্ম্ম। নাঃ—শোবোনা—বেশী শীত ক'র্ব্বে—কাঁপুনি বেশী হবে। সুখোর মা! দেখ্‌তো—আমার সঙ্গী দু'জন আস্‌তে আস্‌তে বনের ভেতর ঢুক্‌লো—এখনও এল না কেন?

সু-মা। তবে বোধ করি বাঘে খেয়েছে—

ধর্ম্ম। এঁ্যা—সে কি? এখানে আবার বাঘের উৎপাত আছে নাকি?

সু-মা। ছুট্‌পাট্‌ নেই আবার? আমার সুখোর বাপকে তো বাঘেই খেয়েছে! সে তো বাঘ নয়—সে হারামজাদা যম—

ধর্ম্ম। আবার ঝাঁ্যাটা ধ'র্ব্বি নাকি বাছা?

সু-মা। ইৎসে তো হ'চ্ছে—

ধর্ম্ম। ইৎসেটা আপাততঃ থো কর! দেখ—তা'রা কো'থায় গেল—

সু-মা। ঐ আস্‌ছে—

(অচৈতন্য অবস্থায় চিত্রগুপ্তকে লইয়া মহাবীরের প্রবেশ)

মহা। সর্ব্বনাশ আর কি জ্যাঠ্‌ঠাকুর! আপনার ভীষণ ম্যালেরিয়া,—চিতুদাদার ভয়ঙ্কর ভেদ-বমি!

(কম্বলের উপর চিত্রগুপ্তকে শয়ান)

ধর্ম্ম। এঁ্যা—সে কি?

মহা। আর সে কি? আপনাকে বিশবার ব'ল্লুম—ও পানাপুকুরের জল খাবেন না,—আপনি কিছুতেই শুন্‌লেন না—

ধর্ম্ম। কি ক'র্ব্ব বাবা—ঘুরে ঘুরে বড্ড তেষ্টা পেয়েছিল। দিব্যি তক্‌তকে পরিষ্কার জল দেখে খেলুম,—উঃ—কাঁপুনির চোটে হাড় ভেঙ্গে যাবার জোগাড়!

মহা। এখন উপায় কি?

সু-মা। ম্যালোরায় ঘণ্টা পাঁচ ছয় প'ড়ে কোঁ-কোঁ কর বাবা—কোন ভয় নেই! তা'র পর ঝেড়েপুড়ে উঠে—এক খোরা পান্তো আর কাঁচা তেতুলের আম্বল খাও,—সরীলটা একেবারে চেংগ্‌ধো হ'য়ে যাবে!

মহা। হ্যাঁ—এ চমৎকার ব্যবস্থা! কিন্তু—সে তো পরের কথা,—এদিকে চিতুদাদা যে হিমাঙ্গ অসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইল!

সু-মা। ও ওলাউঠো ধরেছে—সদ্য যম এসে টেনেছে—ওর আশা

ছেড়ে দাও! তবু একবার ধর্ম্মের খাতিরে—ঐ কোম্পানীর ডাক্তরকে ডেকে নিয়ে আসি,—আট আনা পয়সা নেবে—

ধর্ম্ম। তাই একবার ডাক্ সুখোর মা,—আট আনা ছেড়ে বারো আনা দোবো—

মহা। দোহাই সুখোর মা! ঐ কাজটী করিস্‌নে। ডাক্তার ডেকে—চিতুদাদাকে আমার—আর অপঘাতে মারিস্‌নি। সর্ব্বাঙ্গ ফুঁড়ে ফুঁড়ে যখন তা'রা পিচ্‌কিরী চালায়—তখন রোগের সঙ্গে সঙ্গে রুগীও সরে!

সু-মা। তা' যা' বলেছ বাবা। আমার নাতিটের যেটুকু প্রাণ ধুক্ ধুক্ করছিল—তা ঐ ফুঁড়ে ফুঁড়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। তবে বলত'—বদ্দি ডেকে আনি,!

মহা। না না—সুখোর মা—ও দুই সমান—দুই জ্যান্ত যমের দূত! বদ্দির শুরকীর গুঁড়ো খেলে—চিতু দাদা আমার—দম্ আট্‌কে মারা যাবে।

সু-মা। তবে কি হৈমবতী ডাক্‌বো?

মহা। সে কথা মন্দ নয়। এতে আর কিছু না হোক্—দু' ফোঁটা রিফাইন্ করা জল পেটে যাবে, আর সেই সঙ্গে রুগীর একটু গলাও ভিজবে! তাই ডাক্ সুখোর মা—

সু-মা। এই যাই— [সুখোর মার প্রস্থান]

ধর্ম্ম। তাইতো বাবা পবননন্দন! একি হোলো বাবা?

মহা। চিতু-দাদাকে ব'ল্লুম—এখানে খাবারের দোকানের কিছু খেওনা! কথা শুন্‌লে না,—একরাশি কচুরি গজা খেলে,—তা'তেও সান্‌লোনা,—এক ব্যাটা গোয়ালা যাচ্ছিল,—তাকে ডেকে এক ঘটী খাঁটি দুধ কিনে—বিকারের রুগীর মত চোঁ—চাঁ মেরে দিলে

ধর্ম্ম। হ্যাঁ বাবা—এ দেশে ঘি দুধে দোষ আছে কি?

মহা। এ বাংলাদেশে বাজারের ঘি দুধের মতন বিষ বোধ হয় সপ্ত কা'ল কেউটের বিষদাঁতেও নেই! ঘিয়েতে হেন বিষাক্ত চর্ব্বি নেই যে ভেজাল দেয়না! আর দুধ? প্রথমতঃ তো ফুঁকো দেওয়ার দরুণ এক দফা বিষাক্ত,—তা'র ওপোর পচা ডোবানালার জল মিশিয়ে তা'কে আরও ভয়ানক বিষাক্ত ক'রে ছাড়ে!

ধর্ম্ম। তাইতো এ দেশের লোকেরা খাচ্ছে—

মহা। খাচ্ছেও যেমন—ম'চ্ছেও তেমন! বাড়ী গিয়ে খাতাটা একবার দেখ্‌বেন এখন—

(ধীরে ধীরে ম্যালেরিয়া, কলেরা ও যমদূতগণের প্রবেশ)

মহা। কে—কে—কে তোমরা?

ম্যালে। আমরা ঠিকেদার,—রোজ খাট্‌তে এসেছি—(যমকে বেষ্টন)

ধর্ম্ম। উঃ—উঃ—উঃ—কে রে মাগী—ছাড়্—ছাড়্—

ম্যালে। ছাড়বো কি? আমার খপ্পরে তুমি এসে পড়েছ,—তোমায় সহজে ছাড়বো?

ধর্ম্ম। কে রে বেটী? ম্যালেরিয়া মাগী? তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা—তুই আমার গায়ে হাত দিস্?

ম্যালে। কেন? তুমি কি পীর নাকি?

ধর্ম্ম। বেটী—আমি তোর মনিব—যমরাজ!

ম্যালে। মনিব আছ—যমের বাড়ীতে আছ! তা' ব'লে আমার কাজ,—কাজের জায়গায় ক'র্ত্তে ছাড়বো কেন? বাংলাদেশে—পাড়াগাঁয়ে এয়েছ,—পচা পানাপুকুরের জল খেয়েছ,—তোমায় যদি ছেড়ে দিই,—তা'হ'লে তুমিই আমার কাজের

গাফিলির দরুণ আমার মাইনে কাট্‌বে। কিংবা আমায় সস্‌পেণ্ড্‌ ক'র্ব্বে! শুয়ে পড় বাবা,—পিলেটা বাড়িয়ে দিই—

ধর্ম্ম। ওরে বাবা—কি ঝক্‌মারি ক'রেই বাংলা দেখ্‌তে এসেছিলুম? এ শালার দেশে মনিব মানেনা রে! ও বাবা পবননন্দন—কি হবে বাবা?

মহা। কি আর হবে জ্যাট্‌-ঠাকুর—যস্মিন দেশে যদাচারঃ! একটু স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকুন,—দিক্‌ বেটী পিলেটা একটু টেনে বাড়িয়ে!

কলেরা। (চিত্রগুপ্তকে দেখাইয়া) (যমদূতগণকে) শেষ ক'রে দিইছি—যা—ব্যাটাকে নিয়ে যা—সটান যমের বাড়ী!

(চিত্রগুপ্তকে চারিজন যমদূতের উত্তোলন করিতে অগ্রসর)

মহা। এঁ্যা—একি—একি—চিতুদা'কে এরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

কলেরা। যমের বাড়ী! আমার নাম কলেরা! ইংরেজিতে বানান্‌ কি জান? "চলো-রে"!

ধর্ম্ম। ওরে বেটী কলেরা—আমার চিত্রগুপ্তকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্‌? দেখ্‌ছিস্‌—আমি এখানে পড়ে পড়ে কোঁ-কোঁ ক'চ্ছি!

কলেরা। তুমি "কোঁ-কোঁ" কর,—"ঘেঁাৎ-ঘেঁাৎ" কর,—তুমি তো এখন আমার Departmentএ আসনি! তুমি এখন ম্যালেরিয়া দিদির খপ্পরে আছ,—তোমার চার্জ্জ্‌ ও নিয়েছে, এর চার্জ্জ্‌ আমি নিইছি!

মহা। তুমি কি বাছা ধর্ম্মরাজকে চিন্‌তে পাচ্ছনা?

কলে। আরে—কি দরকার আমার চেন্‌বার? আমি যমের মাইনে

খাই—যমের কাজ করি! অত চেনাচিনির ধার ধারিনি বাবা! (ভৃত্যগণের প্রতি) চল্—নিয়ে চল্—

ধর্ম্ম। তোর ম্যালেরিয়া কলেরার নিকুচি ক'রেছে! মার্ব্ব—মার্ব্ব—আজ তো বেটীদের সবাইকে মার্ব্ব—(যমদণ্ড বাহির করণ)

কলে। এঁ্যা—সেকি? বেআইনি? সরকারী কাজে বাধা?

ম্যালে। ডাকো—ডাকো—সরকারী লোকজনকে ডাকো,—গ্রেপ্তার করুক্—গ্রেপ্তার করুক্—

ধর্ম্ম। গ্রেপ্তার করাচ্ছি এই! বাবা রামদাস—একটু হাত লাগাওতো—(চিত্রগুপ্তকে ধরিয়া উত্তোলন) ওঠ্—ওঠ্—ব্যাটা গুপ্তু—ওঠ্—আমি ব'লছি! খবরদার ব্যাটাবেটীরা—আজ সব মেরেই ফেল্‌বো—

মহা। ধ'ল্লে—ধ'ল্লে—চিতুদাদাকে আবার ধ'ল্লে বুঝি—

কলে, ম্যালে ও যম-দূত —তোমাদের কক্ষণো ছাড়বো না—(ধরিতে অগ্রসর)

ধর্ম্ম। তোদের বাবারা ছাড়বে!

চিত্র। ওঃ—গেলুম—গেলুম—(পুনরায় শয়নের উদ্যোগ)

ধর্ম্ম। উঠে পড়্ গুপ্তু—উঠে পড়্—

(জোর করিয়া চিত্রগুপ্তের উত্থান)

চল্—ট্রেনে ক'রে ক'ল্‌কেতায় পালাই—

কলেরা। গেল গেল—হাতছাড়া হ'য়ে গেল—আসামী পালায়—পালায়—

মহা। আসুন—আসুন—গাঁ ছেড়ে সহরে পালাই!

ধর্ম্ম। তাই চল—তাই চল—

চিত্র। আমি যে চ'ল্‌তে পার্ব্ব না—ঐ বুঝি ধ'ল্লে—

ধর্ম্ম। চল্—তোকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে যাই—

[চিত্রগুপ্তকে টানিয়া ধর্ম্মরাজ ও মহাবীরের পলায়ন]

বাকী সকলে। পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো—

[পশ্চাদ্ধাবন]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কলিকাতা—গঙ্গাতীর।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ভিখারীর প্রবেশ।

গীত।

সকলে। (তুমি) দর্শন দাওহে নন্দলাল!
(তোমার) পাইনে দেখা কত কাল।

পু-কন্যা। (তুমি) কোন্ দেশে পালিয়েছ ঠাকুর—
(দেখি) খুঁজে যদি পাই নাগাল॥

সকলে। তুমি দর্শন দাওহে নন্দলাল!

পু-কন্যা। (তোমার) কই সে হাতের পাঁচনবাড়ী
(তুমি) রাখ্‌লে কোথায় বেণু?
কোন্ মাঠেতে চ'রছে সাধের
ধবলী শ্যামলী ধেনু?
(এখন) কোন্ যমুনার কুলে ব'সে
বাজাও বাঁশী সাঁজসকাল॥

সকলে। তুমি দর্শন দাওহে নন্দলাল!

পু-কন্যা। কোন্ কাননের কুঞ্জে গিয়ে
(কা'র) ধ'চ্ছ পায়ে কালা?
কোথা সেই রাই বিনোদিনী
(এবার) কা'র বা মানের পালা?
কোন্ গোকুলে থাচ্ছ ননী—
(এঁটো) ফল থাওয়ায় হে কোন্ রাথাল?

সকলে। তুমি দর্শন দাওহে নন্দলাল!

পু-কন্যা। কা'র মাকে মা ব'ল্‌ছ কানু—
(বহ) কোন্ সে নন্দের বাধা?
(কোন্) কদমতলায় বাজিয়ে বাঁশী
(হয়) রাধার নামটী সাধা?
(কোন্) বৃন্দারণ্য ক'চ্ছ ধন্য—
বিলাচ্ছ প্রেম হামেহাল?

সকলে। তুমি দর্শন দাওহে নন্দলাল!

(গীতান্তে প্রস্থান)

(ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত ও মহাবীরের প্রবেশ)

চিত্র। গেল—গেল—গেল—চলে গেল! ডাকতো—ডাকতো—মহাবীরদা'—গানথানা আর একবার ভাল ক'রে শুনি! ডাকো—ডাকো—

ধর্ম্ম। থবরদার ব্যাটা গুপ্তু—পেছিয়ে আয় ব'ল্‌ছি! আর তোর গান শুন্‌তে হবেনা! ওলাউঠোয় রক্ত জল ক'রে দিয়েছিল;—কত কষ্টে তোকে ফিরিয়ে এনেছি! এর মধ্যে এত সথে আর কাজ নেই!

চিত্র। বাবা—কথায় বলে—"যম"! এমন "দরশন দাও হে নন্দলাল—" মজাদার গান শুনেও আপনার মেজাজ ঠাণ্ডা হ'লনা দয়াময়? এমন ক'ল্‌কাতার ইলেক্‌টিক্‌-টিক্‌ আলো—কলের জল,—এখনও বুঝি আপনার ম্যালেরিয়া ছাড়লো না?

ধর্ম্ম। তোর বাবার কি? আমার মেজাজ যদি এখানে ঠাণ্ডা না হয়—ব্যাটা গুপ্তু! আমার ম্যালেরিয়া যদি আমায় না ছাড়ে! ক'ল্‌কেতায় এসে প্রাণে ভারি সখ হ'য়েছে,—না?

মহা। আরে চিতু দাদা! গান শুন্‌বে কি? ট্যাঁকে পয়সা আছে? ওরা দল বেঁধে গুষ্টিশুদ্ধ বেরিয়েছে—গান গেয়ে পয়সা রোজগার ক'র্ত্তে! এখুনি যদি ডাকো তো অন্ততঃ চার আনা পয়সা দিতে হবে!

চিত্র। তা' না হয়—কা'রও কাছ থেকে ধার ক'রে দেওয়া যাবে! এখানে—বিশেষ এই বাংলাদেশে—এই ক'ল্‌কেতা সহরে দেখ্‌ছি—ধার করা তো একটা মহাপুণ্য—মহাধর্ম্ম!

ধর্ম্ম। মেরে ফেল্‌ব ব্যাটা গুপ্তু—একেবারে নিকেশ ক'রে ফেল্‌ব—যদি ধার কর্ব্বার কথা মুখে আন্‌বি! বাপ্‌ পবননন্দন! আমি তবে কার্য্য আরম্ভ করি? আজই—এখুনি—লাগাই?

মহা। কি কার্য্য সুরু ক'র্ব্বেন?

ধর্ম্ম। ধ্বংস-কার্য্য। কৃতান্তের যা' কার্য্য!

মহা। এ্যাঁ—সে কি? কৃতান্তের বঙ্গদর্শনের কি শেষ এই ফল?

ধর্ম্ম। হ্যাঁ—এই ফল! নিশ্চয়ই এই ফল! আমার নাম কি শুধু কৃতান্ত—বাবা রামদাস? আমি যে ধর্ম্মরাজ—সাক্ষাৎ ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি! ধর্ম্ম-রক্ষা এবং অধর্ম্মের বিনাশই যে আমার কর্ত্তব্য। এই বঙ্গদর্শন ক'রে বুঝ্‌লেম,—এখানে ধর্ম্ম একেবারে

নাই—তা'র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই! সমগ্র বঙ্গসংসারে যা' দৃশ্য দেখ্‌লেম—তা'তে বুঝ্‌লেম,—এ স্থানে অধর্ম্মেরই খুব প্রতিপত্তি! এখানে পুত্র পিতাকে মানেনা, ভৃত্য মনিবকে গ্রাহ্য করেনা; শিষ্য গুরুজনকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করেনা, ধনী দরিদ্রের প্রতি অত্যাচার করে! মানুষ মানুষের দেহ নিয়ে হীন পশুর মত বিচরণ করে! এই বঙ্গদেশে কেউ কা'কেও একমুষ্টি অন্ন দিতে পারেনা, কিন্তু তা'র মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে সদাই যত্নবান্! এই তো বাঙ্গালী! দুর্দ্দশাগ্রস্ত—ঋণগ্রস্ত—সেই সঙ্গে রোগগ্রস্ত,—সুতরাং এরা কোন্ পাপ না ক'র্ত্তে সক্ষম? অন্নাভাবে ক্ষীণ,—মনুষ্যত্ব অভাবে দাসত্বপরায়ণ,—এ পরনির্ভর জাতি দুর্ব্বল পশুরও অধম। হিতকথা কেউ শোনেনা, দেশের মঙ্গল কেউ চায়না, উচ্চ আশা কা'রও প্রাণে নাই,—আছে শুধু স্বজাতির প্রতি ঈর্ষ্যা—বিদ্বেষ—বৈরীভাব! মহাবীর! এ বাংলাদেশ আমি এখুনি ধ্বংস ক'র্ব্ব!

চিত্র। দয়াময়! রাগ ক'র্ব্বেন না—কিন্তু আমি একটা কথা বলি। বঙ্গদেশ ধ্বংস ক'র্ব্ব ব'লে তো কোমর বাঁধ্‌ছেন—কিন্তু আপনার ওপোর-ওয়ালা অনেক আছেন—সেটা মনে রাখবেন! ব্রহ্মা আছেন—বিষ্ণু আছেন—মহেশ্বর আছেন! তাঁ'রাই হ'ল তিন-লোকের কর্ত্তা,—আপনি তো এখানে তাঁ'দের প্রতিনিধি মাত্র! তাঁ'দের না জানিয়ে ফস্ ক'রে একেবারে এত বড় একটা কাজ ক'রে ফেল্লে,—নিজে তখন কৈফিয়ৎ দেবার সময় যে মহাগণ্ডগোলে প'ড়ে যাবেন,—তা'র কি ক'চ্ছেন?

ধর্ম্ম। আমি যেমন বুঝ্‌বো—তেমনি ক'র্ব্ব—তোর বাবার কিরে ব্যাটা গুপ্ত? তুই ব্যাটা কি বুঝ্‌বি?

চিত্র। প্রভু যমরাজ! আপনাদের লীলা বোঝা বড় চার্‌টীখানি কথা নয়,—তা' যা'রা ভুক্তভোগী—তা'রা বেশই জানে। ন্যায় ধর্ম্ম ইত্যাদি গোটাকতক ছেঁদো কথার দোহাই দিয়ে—যা' ইচ্ছে তাই আপনি চিরদিন ক'রে আস্‌ছেন—ক'র্ব্বেন,—তা আমি বেশ জানি! আমার কথা কওয়া বিড়ম্বনা মাত্র!

ধর্ম্ম। কি—কি—কি ব'ল্লি ব্যাটা গুপ্ত? আমি যা' ইচ্ছে তাই করি?

চিত্র। আজ্ঞে—অপরাধ নেবেন না! আপনি যখন যা ইচ্ছে তাই করেন না? দু'টো একটা বলি তবে! এই ধরুন,—কত তপস্যা আরাধনা ক'রে কারুর বংশে একটি ছেলে জন্মালো,—বাপ মা আত্মীয় স্বজন সকলকার চোখের তারা—সেই চাঁদের মত ছেলেটি! আদরে লালিত পালিত হ'য়ে—দিব্যি ১৯।২০ বছর বয়স হ'ল! শিষ্টশান্ত—লেখাপড়া শিখ্‌লে! বাপ মা একটি ভুবনমোহিনী কন্যার সঙ্গে কত ঘটা ক'রে তা'র বিবাহ দিলে! ব্যস্‌—দয়াময় আমার,—ফুলশয্যার রাত্রে "কলেরা ঠাকুরুণকে" পাঠিয়ে দিয়ে একেবারে তা'কে ধ'রে যমের বাড়ী despatch ক'ল্লেন। একটি গৃহস্থ সংসার! ভদ্রলোক এক পাল ছোট ছোট ছেলেপুলে—বুড়ো বাপ মা—আত্মীয়-স্বজন প্রতিপালন ক'চ্ছিল—একা অতি কষ্টে—কোন রকমে সাহেবের লাথি খেয়ে দু-পয়সা রোজগার ক'রে! ব্যস্‌—মোটরচাপা দিয়ে তা'কে দয়া ক'রে এ দেশ থেকে নিরয়দেশে চালান্‌ দিলেন! এই রকম কত ন্যায় ধর্ম্ম দেখিয়ে কাজ করেন,—আরও ব'ল্‌ব নাকি?

ধর্ম্ম। তুই ব্যাটা—গাধা—গরু—গিদ্ধড়—গাংশালিক! তুই এসব বড়

বড় কথা কি বুঝ্‌বি? ন্যায় ধর্ম্ম রক্ষা ক'র্ত্তে হ'লে—অনেক অপ্রিয় কাজ ক'র্ত্তে হয়,—তা জানিস্?

চিত্র। করুন প্রভু—করুন! আপনার হাতে ক্ষমতা আছে—যা-ইচ্ছে তাই করুন! আমি কথা ক'য়ে কেন দোষের ভাগী হই? আর কথা কইলেই বা শুন্‌ছে কে?

ধর্ম্ম। তুই ব্যাটা কি ভদ্রলোক যে তোর সঙ্গে তর্ক ক'র্ব্ব! না,—তোর বিদ্যেবুদ্ধি কিছু আছে? ভদ্রলোক দেখ্‌তে চাস্—বিদ্বান বুদ্ধিমান দেখ্‌তে চাস্—ঐ হনুমান বাবাজীকে দেখ্—আমার ওপোর একটি কথাও কইছে না,—আমার কাজের ওপর একটা মন্তব্যও প্রকাশ ক'চ্ছেনা! চুপ্ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে তোর বেল্লিকপণা দেখ্‌ছে আর মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসছে!

চিত্র। আজ্ঞে—ওঁর যে বৃহৎ একটি (title) টাই-টেইল (tie-tail) আছে,—উনি কি আপনার কাজের ওপোর কথা কইতে পারেন? তা'হ'লে এখুনি যে ল্যাজটুকু খসিয়ে নেবেন! তা যাক্—এখন কি ক'র্ব্বেন করুন,—আমার আর এখানে ভাল লাগ্‌ছে না!

ধর্ম্ম। যা—শীগ্‌গীর আমার ধ্বংসকারী অনুচরবর্গদের ডেকে নিয়ে আয়! সকলকেই আমার নাম ক'রে বল্—তা'রা একসঙ্গে একযোগে এক সময়ে একত্র হ'য়ে বঙ্গদেশে ধ্বংসকার্য্য আজই—এখুনি আরম্ভ করুক্! যাও পবননন্দন! তোমার পিতা পবনদেবকে প্রবল ঊনপঞ্চাশ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে এই জঘন্য বাংলার ওপোর কার্য্য ক'র্ত্তে বলগে! **"কৃতান্তের বঙ্গদর্শনের"** ফল আজ আমি দাঁড়িয়ে থেকে নিজহাতে ফলিয়ে যাব!

মহা/ও/চিত্র } যথা আজ্ঞা প্রভু !

[মহাবীর ও চিত্রগুপ্তের প্রস্থান]

(বঙ্গমাতার আবির্ভাব)

বঙ্গ। ধর্ম্মরাজ !

ধর্ম্ম। এঁ্যা—কে ডাকে ? করুণ স্নেহপূর্ণস্বরে কে তুমি আমায় ডাক্‌লে করুণাময়ী !

বঙ্গ। আমি দুঃখিনী !

ধর্ম্ম। দুঃখিনী ? একি পরিচয় মা ?

বঙ্গ। হাঁ্যা—এই আমার পরিচয় ! এ ছাড়া আমার অন্য পরিচয় নাই ! এমন দুঃখিনী সমগ্র চতুর্দ্দশভুবনে আর কোথাও নাই ! আমি বঙ্গমাতা !

ধর্ম্ম। এঁ্যা—তুমি ? তুমি ? মা—(প্রণামপূর্ব্বক) মা ! সন্তানের প্রতি কি আদেশ ?

বঙ্গ। ধর্ম্মরাজ ! দুঃখিনীর সন্তানদের তো প্রায় ধ্বংস ক'রে এনেছ,—আর কেন নিজে স্বহস্তে আমার এ বড় দুঃখের স্থানটী ধ্বংস ক'রে জগতে আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত ক'র্ত্তে চাও ?

ধর্ম্ম। মা ! তুমি স্বর্গবাসিনী—তুমি আর কেন এ নরকসদৃশ স্থানে অবস্থান ক'র্ব্বে ? চল মা—স্বর্গে চল,—এ পাপস্থানের এ কুসন্তান-দের মায়া পরিত্যাগ কর ! এরা যতদিন থাক্‌বে,—এ বঙ্গদেশ যতদিন থাক্‌বে,—ততদিন তোমার দুঃখ কষ্ট মনোবেদনা থাক্‌বে। মা দুঃখিনী বঙ্গজননী—তুমি এ অসার মায়া পরিত্যাগ কর ! তোমায় তো মা ব'লে কেউ চেনেনা,—তোমায় তো মা

ব'লে কেউ ডাকেনা,—তোমার কোলে শুয়ে তোমারই অপমান অমর্য্যাদা করে! মা! এ কুসন্তানদের প্রতি আর অনর্থক মমতা কেন?

[নেপথ্যে বঙ্গসন্তানদের গীত]

(তোমায়) চিরদিন আছি ভুলে,
ডাকিনি কভু "মা" ব'লে,—
শত অপরাধে অপরাধী মোরা—
তোমার চরণতলে।

ধর্ম্ম। আ মরি মরি—এ স্বর্গীয় সঙ্গীতধ্বনি কোথা হ'তে আসে? কে গায়? কা'রা ওরা?

বঙ্গ। ওরাই দুঃখিনীর সন্তান। ধর্ম্মরাজ! মায়ের পাঁচটি ছেলে কখনো সমান হয় না। বঙ্গদর্শন ক'র্ত্তে এসে কতকগুলি অজ্ঞান অবোধ সন্তানের কার্য্যকলাপ আচরণ দেখে—আমার সমস্ত সন্তানদের প্রতি নিদয় হোয়ো না! কুসন্তানদের দেখেছ,—আমার সুসন্তানদের একবার দেখ! ধর্ম্মরাজ! ভাগ্যহীনা আমি—তাই অসংখ্য সুসন্তান ক্রোড়ে ধারণ ক'রেও আমি দুঃখিনী,—কাঙ্গালিনী!

ধর্ম্ম। মা! এত সুসন্তান তোমার?

বঙ্গ। এত সুসন্তান আমার! এমন বিদ্বান—বুদ্ধিমান—গুণবান—ত্যাগী—যোগী—এমন দেবতুল্য সন্তান আর কোনও দেশমাতার নাই—তা আমি মুক্তকণ্ঠে ব'লছি! একবার তা'দের দেখ ধর্ম্মরাজ! তা'দের দেখে—তা'দের আচরণ রীতি চরিত্র দেখে যদি বঙ্গ-ধ্বংসে তোমার প্রবৃত্তি হয়,—সচ্ছন্দে—

এখুনি বঙ্গধ্বংস কর! আয়—আয় বাপ্—একবার মা ব'লে ডাক্!

(বঙ্গসন্তানগণের প্রবেশ)

গীত।

তোমায় চিরদিন আছি ভুলে,
ডাকি নি কভু "মা" ব'লে।
শত অপরাধে অপরাধী মোরা
তোমার চরণতলে॥
করি অনাচার কত,
(মোরা) ব্যভিচারে সদা রত,—
নিজপাপ-পাশে জড়িত—পতিত—
নিমজ্জিত অতলে॥

ধর্ম্ম। মা—মা—অধম সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা কর! আমি ভুল বুঝেছিলেম। কৃপাময়ি! তোমার কৃপায় আমার ভ্রম সংশোধন হ'য়েছে! যথার্থ ব'লেছ মা,—তোমার সন্তানের মত: সুসন্তান আর কোথাও নাই! আমি ধর্ম্মরাজ—আশীর্ব্বাদ করি—হে বঙ্গসন্তানগণ! তোমাদের ধর্ম্মলাভ হোক্,—তোমাদের মঙ্গল হোক্! যথার্থই **কৃতান্তের বঙ্গদর্শন** সার্থক! গাও—আর একবার মায়ের নাম গাও—

গীত।

তোমায় চিরদিন আছি ভুলে,
ডাকিনি কভু মা ব'লে।
শত অপরাধে অপরাধী মোরা
তোমার চরণতলে॥

করি অনাচার কত,
(মোরা) ব্যভিচারে সদা রত,—
নিজপাপ-পাশে জড়িত—পতিত—
নিমজ্জিত অতলে ॥
(মোরা) পোষিত তোমার স্তন্যে,
পালিত তোমার অন্নে,
(তুমি) কুসন্তানে তুষিছ জননী
অফুরণ ধনধান্যে ;—
(তবু) তোমার পানে না চাহি,
তোমাতে প্রীতি নাহি,
পরপদলেহী সহি অকাতরে—
"মা" ভাসে নয়নজলে ;—
(মোরা)—হীন ঘৃণা—জীব জঘন্য—
ধরি প্রাণ বিফলে ॥

যবনিকা।

সমাপ্ত।

শিবমস্তু।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক প্রণীত

মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত

সেই মনোমুগ্ধকারী

পৌরাণিক নাটক

'ফুলশর'

(তিন অঙ্কে সমাপ্ত)

"ফুলশরের" এক একখানি গান—লক্ষ টাকা!

" এক একটী কথা—দাম নাই!

" এক একটী চরিত্র—কোটীস্বর্ণমুদ্রা!

যে "মহাভারতের কথা অমৃতসমান",—সেই মহাভারতীয়

"অর্জ্জুন-উর্ব্বশীর"

উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত।

"ফুলশর" আপনাকে পড়িতেই হইবে,—কারণ,—"ফুলশর" বলেন—

"প্রেম—প্রেম কর সবাই,—প্রেমের ক'জন ধারো ধার?

কামে প্রেমে কতই প্রভেদ,—না বুঝিলে একাকার!"

আরও কত কি নূতন নূতন কথা—ইত্যাদি!

মূল্য ৸৹ বারো আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ এবং সাধনা লাইব্রেরী।